إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

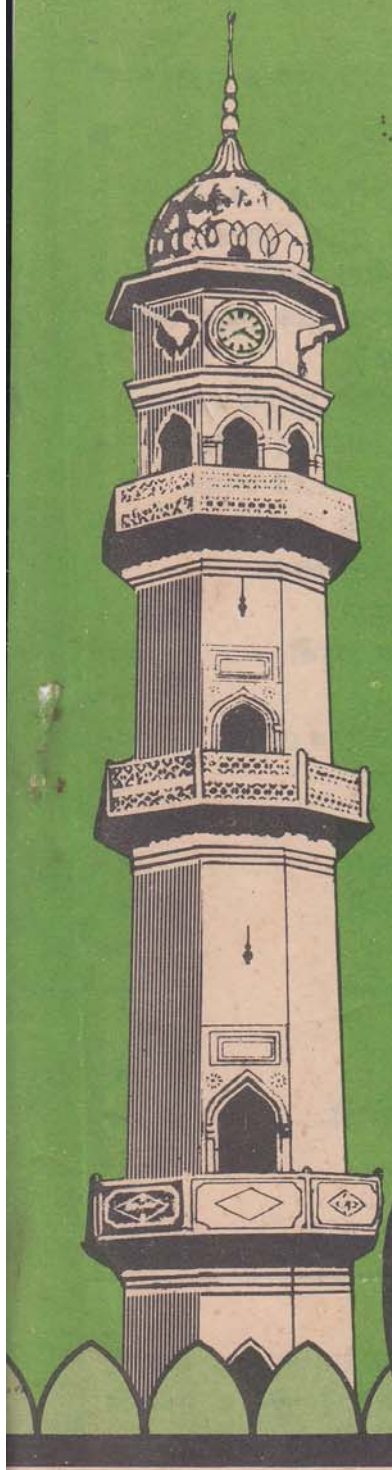

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া
উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না;
কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে
শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে
নিষেধ করি। —কিশ্‌তিয়ে নূহ্

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ॥ ২৩ ও ২৪শ সংখ্যা
২৩শে রমযান, ১৪০৯ হিঃ ॥ ১৭ই বৈশাখ, ১৩৯৬ বাংলা ॥ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৯ইং

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ॥ ভারত ৭২·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৯

৪২শবর্ষ :
২৩ ও ২৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ :	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৩
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
জুমু'আর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
খুৎবা ঈদুল ফিতর :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ	১০
ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ :	জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৪
উদ্বোধনী ভাষণ :	মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর	(ক)
দায়ী ইলাল্লাহ্‌র গুরুত্ব ও তাৎপর্য :	জনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৫
আপনার পত্র পেলাম :	জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৭
আনসারুল্লাহ্ বারতা :	অতীত কথা কয় জনাব সরফরাজ আবদুস সাত্তার	৩০
খোদ্দামের কথা :	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী	৩৩
ছোটদের পাতা :	উপস্থাপনায় 'নানা ভাই'	৩৫
প্রতিবাদ :	জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল	৩৭
ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পত্রের কিছু অংশ	জনাব মকবুল আহমদ খান	৩৯
মাতৃভাষা :	জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী	৪০
সংবাদ :		৪১
সম্পাদকীয় :		৫৯
জীবনের উপলব্ধি ও অনুশীলন :	ন্যাশনাল আমীর, বাঃ, আঃ, আঃ	৬০

শুভেচ্ছা বাণী

মাহে রমযানের শেষে আসছে পবিত্র ঈদ। এবারের ঈদ আসছে বাংলা নববর্ষের প্রেক্ষাপটে। তাই আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে জানাই ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা। এই ঈদ এবং নববর্ষ সকলের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক প্রভূত কল্যাণ আর সুখ-সমৃদ্ধি।

সম্পাদক
পাক্ষিক আহ্‌মদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ২৩ ও ২৪শ সংখ্যা

৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং : ৩০শে শাহাদাত, ১৩৬৮ হিঃ শামসী : ১৭ই বৈশাখ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌ বাকারা-২

(১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় (৬২) নাম (৬২-ক) শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে (৬২-খ) ফিরিশ্‌তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এই-গুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৬২। কুল্লাহা — 'সব' শব্দটি এখানে একেবারে সর্বসাকল্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বরং প্রয়োজনীয় সবকিছু বুঝাইতেছে। কুরআনে এই শব্দটি অনুরূপ অর্থে অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে (৬ : ৪৫, ২৭ : ১৭, ২৪ ; ২৮ : ৫৮)।

৬২-ক। 'আস্‌মা' শব্দটি 'ইস্‌ম' এর বহুবচন, যাহার অর্থ নাম বা গুণ। একটি বস্তুর চিহ্ন বা দাগ (লেইন, মুফ্‌রাদাত)। 'আস্‌মা' শব্দটি এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিয়া কুরআনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন আল্লাহ্‌ আদমকে বস্তুসমূহের গুণাগুণের নাম শিখাইয়া ছিলেন অর্থাৎ ভাষা-জ্ঞান শিখাইয়াছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সভ্যতা অর্জন করিতে হইলে, ভাষার প্রয়োজন। ভাষা ছাড়া মানুষ সভ্য হইতে পারে না। আল্লাহ্‌ নিশ্চয় আদমকে ভাষার রীতি-নীতি শিখাইয়া-ছিলেন। কিন্তু নৈতিক গুণাবলী লাভের জন্য আরো কিছু 'আসমা' (নাম ও গুণ) মানুষের শিখা দরকার। ঐ সব 'আস্‌মার' কথা কুরআনে (৭ : ১৮১) আছে। আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান না থাকিলে মানুষ ঐশী আলোকে আলোকিত হইতে পারে না। কাজেই ইহা প্রয়োজন ছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লা প্রথমেই আপন গুণাবলীর সহিত আদমকে পরিচিত করাইয়া দেন, যাহাতে তাঁহার পক্ষে আল্লাহ্‌র স্বরূপ বুঝিতে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে

অসুবিধা না হয়। অন্যথায় ইহা সম্ভব ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িতেন। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে মানুষ ও ফিরিশ্‌তার মাঝে পার্থক্য এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলীর (আস্‌মাউল হুসনার) প্রতিচ্ছবি হইতে পারে কিন্তু ফিরিশ্‌তার মধ্যে আল্লাহ্‌র অল্প কয়েকটি গুণ মাত্র প্রতিফলিত হয়। ফিরিশ্‌তার নিজস্ব গুণ বলিতে কিছুই নাই। তাঁহারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কর্তব্যগুলি যান্ত্রিকভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন (৬৬ : ৭)। অন্যদিকে মানুষকে স্বকীয় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি প্রদান করা হইয়াছে যাহার কারণে সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সদিচ্ছা খাটাইয়া আপন কর্মশক্তিকে কাজে লাগাইয়া সৃষ্টিকর্তার গুণাবলীর প্রকাশস্থল হইতে পারে।

সংক্ষেপে, এই আয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, আল্লাহ্‌ প্রথমে আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা উপ্ত করিলেন, তাঁহাকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বুঝিবার ও জানিবার প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করিলেন এবং তৎপর ঐসব গুণাবলীর জ্ঞান দান করিলেন। 'আসমা' বলিতে, বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত গুণাবলী রহিয়াছে তাহাও বুঝায়। যেহেতু, মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ব্যবহার দ্বারা বাঁচিতে ও উন্নতি করিতে হইবে, সেই জন্য আল্লাহ্‌ মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তি ও বাস্তবসমূহের অন্তর্নিহিত বাহ্যিক গুণাবলীর জ্ঞান লাভের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

৬২-খ। হুম (তাহার বা তাহাদিগকে) সর্বনামটির ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এখানে কোন প্রাণহীন জড় বস্তুর কথা বলা হয় নাই। কেননা আরবী ভাষায় এই ধরণের সর্বনাম কেবলমাত্র 'যুল উকুল' বা বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীর জন্যই ব্যবহার করা হয়। অতএব, এই অভিব্যক্তিটির অর্থ দাঁড়াইবে, আল্লাহ্‌তা'লা ফিরিশ্‌তাগণের দিব্য-দৃষ্টি দান করিয়া তাহাদেরকে আদমের বংশে ভবিষ্যতে আগমনকারী আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক, ধার্মিক ও অসামান্য মহাপুরুষদিগকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরাও কি এমনিভাবে তাহাদের মত, আমার গুণাবলী প্রকাশে সক্ষম হইবে?' উত্তরে ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের অসামর্থ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ করিল। তাই "আমাকে তাহাদের নাম বল" বাক্যটিতে উপরোক্ত অর্থই প্রকাশ পাইতেছে।

"তোমরা যদি চাহ যে আকাশে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

(১৯তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর হইতে)

নামায এবং ইবাদতের পদ্ধতি

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : "আমি কি তোমাদিগকে এমন কিছু সম্বন্ধে বলিব না যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটাইয়া দিবেন এবং যাহার বিনিময়ে মর্যাদায় উন্নীত করিবেন ? তাহারা (সাহাবাগণ) বলিলেন "হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) নিশ্চয়ই (বলুন)।" তিনি বলিলেন, "ওযুকে উহার শর্তাবলীর সহিত সম্পূর্ণ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী কদম রাখা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের প্রারম্ভে তক-বীর (আল্লাহু আকবার) বলিতেন। তৎপর তিনি আল্হামদুলিল্লাহ্'র সহিত কিরআৎ (কুরআন মজীদের অংশ বিশেষ পাঠ) আরম্ভ করিতেন। এবং যখন তিনি রুকূ করিতেন তখন তিনি মাথা উঠাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজ কোমরকে অধিক বা কম বরং এই উভয়ের মধ্যাবস্থায় না করিতেন। এবং যখন তিনি নিজ মাথা রুকূ হইতে উঠাইতেন এবং ততক্ষণ তিনি সেজদায় যাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইতেন। এবং যখন তিনি সেজদা হইতে মাথা উঠাইতেন তখন তিনি (পুনরায়) সেজদায় যাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হইয়া বসিতেন। এবং তিনি প্রতি দুই রাকায়াত অন্তর 'আত্তাহিয়াতু' পড়িতেন এবং বাম পাকে বিছাইয়া দিতেন এবং ডান পাকে খাড়া রাখিতেন। এবং তিনি শয়তানের পিছনে চলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং তিনি (সেজদারত অবস্থায়) কনুইদ্বয়কে মাটির উপর কুকুরের ন্যায় বিছাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং 'তসলীমে'র সহিত (আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলিবার পর) নামায শেষ করিতেন। (মুসনাদ আহ্মদ)

২৮। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমি রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আল্লাহ্তা'লার নিকট কোন কর্ম সবচাইতে অধিক প্রিয় ?" তিনি (সাঃ) বলিলেন "নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাস করিলাম, "ইহার পর কোন্টি ?" তিনি (সাঃ) বলিলেন "মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার পর কোন্টি ?" তিনি (সাঃ) বলিলেন 'আল্লাহ্তা'লার রাস্তায় জেহাদ করা।'

(বুখারী কিতাবুল্ জিহাদ,)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

রোযা রাখার পুরস্কার অতি মহান, তাহাতে সন্দেহ নাই
রোযা হৃদয়ে উজ্জ্বলতা দান করে ও কাশ্‌ফের দ্বার উন্মুক্ত করে

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

"আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার ব্যক্তি পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগবিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-সমূহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হইয়াছে। আভিধানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, রমযান গ্রীষ্মকালে আসিয়াছিল বলিয়াই উহাকে রমযান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা আরব দেশের জন্য ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়।"

(আল হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০১ইং)

"রমযান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা ইহা দোয়ার মাস।" (ঐ)

شهر رمضان الذى انزل فيه القران কুরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র বাক্য হইতে রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। (এই আয়াতের অর্থ—রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে — অনুবাদক।) (ঐ)

সূফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্‌ফ' (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোযায় তাজাল্লিয়ে-কলব সাধিত হয়। "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

সুতরাং انزل فيه القرآن (অর্থাৎ এই মাসে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোযার প্রতিদান অতি মহান। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতা ও পার্থিব স্বার্থ মানুষকে এই কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে।"

(বদর, ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

"কুরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির পক্ষে রোযা রাখা সঙ্গত নয়। ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, রোযা যাহার ইচ্ছা রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোযা রাখিয়া থাকে, সেইহেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোযা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক, কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এতদসত্বেও عدة من ايام اخر অর্থাৎ অন্য সময়ে সেই রোযা পুরা করিতে হইবে—আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।"

(আল্‌ হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ইং)

"সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌-তা'লাকে বল-পূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল! আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই মান্য করার মধ্যে সত্যিকার ঈমান নিহিত।"

(আল্‌ হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৯ইং)

"শরীয়াতের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তাহাই সফর। যেমন খোদাতা'লার নির্দেশিত ফরয (বাধ্যকর) বিষয়াবলী উপর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাহার অনুমোদিত সুযোগ-সুবিধা পালন করাও অবশ্য কর্তব্য।

(আল্‌-হাকাম, ঐ)

জুমআ এবং ঈদের চাইতেও অধিকতর মুবারক ও খুশীর দিন ঃ তওবার অর্থ মানুষ যেন পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হয় ঃ

"সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামে কোন কোন এরূপ দিন নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌তা'লা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল জুমআর দিন। এই দিনটিও বড়ই মোবারক দিন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম (আঃ)-কে জুমআর দিনেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাহার তওবা

কবুল করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন এই দিনটির আরও অনেক বরকত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। তেমনিভাবে ইসলামে দুইটি ঈদ রহিয়াছে। এই দুইটি দিনকে অতীব খুশীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তা'লা আশ্চর্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন, তথাপি উক্ত দিনগুলি অপেক্ষা অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিনও আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও করে না, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথা মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত অথবা উহার পরওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্ত মোবারক এবং সৌভাগ্যের হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতঃই সমাদর ও যত্ন করিত।

সেইটি কোন্ দিন যাহা জুমআ এবং ঈদের চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন। আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তওবার দিন, যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি বল কেন? তবে শুন, এই জন্য যে, মানুষের যে আমলনামা (কর্ম-লিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরে সংগোপনে ইলাহী-গযবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সেই দিনটি তাহার ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন দিন খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে কি যাহা তাহাদের অসহনীয় জাহান্নাম এবং সীমাহীন ইলাহী-গযব হইতে পরিত্রাণ দান করে? (ভাষণ-২৮শে আগষ্ট, ১৯০৪)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন। ['আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ] হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

(২১শে নভেম্বর, ১৯৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত)

(সার সংক্ষেপ)

অনুবাদ: মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

অন্যায় থেকে বারণ এবং ন্যায়ের প্রতি আহ্বানে বিশ্বব্যাপী জেহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা জামা'ত আহ্‌মদীয়ার প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের নিম্নরূপ আয়াত তেলাওয়াত করেন:

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم - منهم المؤمنون اكثرهم الفسقون ٥ لن يضروكم الا اذى - وان يقاتلوكم الادبار - ثم لاينصرون ٥ (٣ : ١١١-١١٢)

[তরজমা: নিশ্চয় তোমরা মানুষের কল্যাণ ও হিত-সাধনার্থে উদ্ভূত হয়েছ, তোমরা ন্যায়ের প্রতি আহ্বান কর এবং অন্যায় ও অসুন্দর থেকে (মানুষদের) বারণ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন; এমনি ধারায় আহলে-কিতাবও যদি ঈমান আনতো, তাহ'লে তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে মো'মেনও আছে কিন্তু অধিকাংশই অবাধ্য ও পাপাচারী। তারা তোমাদের কিঞ্চিৎ কর দুঃখ-কষ্ট দেওয়া ছাড়া সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; আর যদি তারা তোমাদের মোকা-বিলায় অবতীর্ণ হয় তা'হলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং তখন ঐশী সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে। (৩: ১১১-১১২ —অনুবাদক]

হুযূর বলেন: দুনিয়াতে বর্তমানে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস সংক্রান্ত সার্বজনীন মূল্যবোধের ধারক যতগুলি ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে তাদের মধ্যে উচ্চাঙ্গীন দাবীর এক যুদ্ধ চলছে। যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনার যুদ্ধ ব্যতিরেকে পরস্পরের মোকাবেলায় দাবী-দাওয়ার এক যুদ্ধও হয়ে থাকে, যে যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষই ঘোষণা দিতে থাকে যে, অন্য সবার তুলনায় তারাই উত্তম। অনেক সময় ধর্মের আখড়ায় এই ধ্বনি এত উঁচু হয়ে যায় এবং এরূপ এক হাঙ্গামার সৃষ্টি

হয় যে, সেখানে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনার আওয়াজ যদি বা থাকেও, তথাপি তা ঐ সকল সুউচ্চ কণ্ঠের নীচে চাপা পড়ে যায় এবং দুনিয়াবাসী এ ছাড়া আর কোন শোর-শব্দ কানে শোনতে পায় না যে, "আমি বা আমরা উত্তম, আমাদের দিকে এসো।"

ধর্মের এই আখড়ায় ইসলামও পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করছে এবং ইসলামেরও দাবী এটাই যে সে উত্তম। এখন প্রশ্ন এই যে, ইসলামের এই দাবী এবং অন্যান্যদের শোরগোল বা চিৎকারের মধ্যে পার্থক্য কি? বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে হুযুর আকদাস (আইঃ) উল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলেন যে, এই আয়াতে-করীমায় কয়েকটি এরূপ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যেগুলিতে গভীর দৃষ্টিপাত করলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ আর থেকে যায় না, থাকতে পারে না।

প্রথম বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এই যে, তোমরা এজন্য উত্তম নও যে, দুনিয়া তোমাদের সামনে মাথা নত করে তোমাদের সেবা করুক। বরং এজন্য উত্তম যে, তোমরা সেবা ও খেদমতের জন্য উদ্ভূত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। যদি তোমাদের মধ্যে এই বুনিয়াদী ও মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং তা জীবিত ও সক্রিয় থাকে শুধু দাবীসর্বস্ব না হয় বরং কার্যতঃ মানবের কল্যাণ ও হিত সাধনে ব্যাপৃত ও আত্মনিয়োজিত থাকে, তা'হলে নিশ্চিত জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম বলে চিহ্নিত হওয়ার মৌলিক ও মোক্ষম শর্তটি পূর্ণতা লাভ করেছে।

হুযুর বলেন: আয়াতটিতে কি বিস্ময়াতীত ও মধুর তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ হওয়ার সংঙ্গার বর্ণনা রয়েছে—কি না শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীসমূহের মধ্যে এমন এক পার্থক্য নির্ণয়কারী সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে, যা কোন অহংকারী ও মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি ধারণাই করতে পারে না অর্থাৎ كنتم خير امة اخرجت للناس —হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মত! তোমরা এজন্য উত্তম ও শ্রেষ্ঠ যে দুনিয়াবাসীর কল্যাণ ও হিতার্থে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এই যে: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر —তোমরা না শুধু খেদমত ও হিতসাধন কর, বরং কল্যাণ ও হিতের দিকে আহ্বানও কর এবং অন্যায় ও কল্যাণ থেকে বারণও কর। এটা তোমাদের জীবনের চির-অভ্যাস এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

আয়াতটিতে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব ও তথ্যগত বিবরণের কোন উল্লেখ নাই, বরং ঐ সকল মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে, যা সকল মানবজাতির মধ্যে থাকা আবশ্যকীয়। অতএব, 'মা'রূফ' বলতে এটা বুঝায় না যে, কুরআন করীমের যে সব হুকুম আছে সেগুলোর দিকে তোমরা মানুষকে আহ্বান জানাও। বরং 'মা'রূফ বলতে যা বুঝায় তা হলো, সাধারণভাবে মানবজাতির দৃষ্টিতে—তারা যে-কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, যে-কোন বর্ণের হোক, যে-কোন জাতি-বা গোত্রের হোক পুণ্য ও ন্যায়ের যে কল্পনা খোদাতা'লা মানব-প্রকৃতি ও স্বভাবে নিহিত করেছেন, কল্যাণের যে নক্শা তাদের গড়ন ও গঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়েছে, তাদের সৃজন-কাঠামোর মধ্যে রূপায়িত আছে, তাকেই 'মা'রূফ' বলা হয়। এক কথায় মানব প্রকৃতির মধ্যে মজ্জাগত ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে বিদ্যমান, সেগুলোই 'মা'রূফ' বলে অভিহিত হয়।

হুযুর বলেন, দা'য়ী-ইলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের জন্য এর মধ্যে গভীর শিক্ষা রয়েছে যে, যদি তারা সোসাইটিকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে এবং কোন মহান

পয়গামের দিকে আহ্বান করতে চায়, তা'হলে তার সূচনা ঘটাতে হবে মানবীয় মূল্যবোধ-সমূহের সূত্র ধরেই।

হুযূর বলেন, 'খায়রে-উম্মত' (সর্বোৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ উম্মত) হওয়ার জন্য যেহেতু "আম্‌র বিল-মা'রূফ" এবং নাহ্‌য়ী আনিল-মুনকার" সম্পর্কিত গুণে গুণান্বিত হওয়াও জরুরী, কাজেই জামা'ত আহ্‌মদীয়ার কর্তব্য, এই গুণ ও নেকী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করা।

অতঃপর হুযূর উক্ত আয়াতগুলির তত্বপূর্ণ তফসীর বর্ণনা করার পর বলেন যে, এই বুনিয়াদী নেকীর শিক্ষা সত্বেও আপনাদেরকে দুঃখ-কষ্ট নিশ্চয় দেওয়া হবে, বিশেষতঃ এরূপ দেশগুলিতে যেখানে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের স্বভাব ও মন-মানসিকতা বক্র হয়ে গেছে। এবং তারা চূড়ান্তভাবে সংকল্প নিয়েছে যে, তারা অনিবার্যভাবেই সত্যের বিরোধিতা করে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তোমরা আমার উদ্দেশ্যে যেহেতু এই কাজ করছো, সেজন্য আমি ঘোষণা করছি যে, তারা কখনও তোমাদের গভীর (আঘাত) এবং কার্যকরী ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তোমাদের গৌরব ও মহিমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। তোমাদের শক্তিকে তারা কোন মূল্যেও খর্ব করতে সক্ষম হবে না। জামা'তী ও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে যে মহত্ব দান করেছেন তা অম্লান ও অক্ষত থাকবে, বরং ক্রমঅগ্রসরমান হতে থাকবে এবং জামা'ত হিসাবে তোমরা সজীব ও সতেজ থাকবে এবং তোমাদেরকে সজীব ও সতেজ রাখা হবে এবং উৎকৃষ্ট জীবন এবং উত্তম মূল্যবোধসমূহের দিকে তোমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখা হবে। তোমাদেরকে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্যাবলীতে তারা নিরস্ত ও বিফল মনোরথ করতে পারবে না এবং তোমাদের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সুফল থেকে তারা তোমা-দের বঞ্চিত করতে অক্ষম হবে।

কাজেই জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য 'নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার' এবং 'আমর বিল-মা'রূফ' সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী জেহাদে অংশ গ্রহণ করা; যা কিনা আমাদের স্থিতি এবং আমাদের বংশধরদের স্থিতিশীলতার জন্য জরুরী, আমাদের ঈমানের হেফাযতের জন্য জরুরী, মানবতার স্থায়ীত্বের জন্যও জরুরী। অন্য সোসাইটি আপনাদের পয়গামের আওতাভুক্ত হবে—তার পরই আপনারা তাদেরকে উপদেশ দান করবেন—সে অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়। কেননা যে দ্রুতবেগে দুনিয়া অবাধ্যতা ও অনাচারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের বাঁচার কোন প্রশ্নই থাকবে না।

এ ছাড়াও আপনাদের হেদায়াতের দিকে আহ্বানের সফলতার জন্যেও এটা আবশ্যকীয়। আপনাদের ভূমিকার উক্ত সূচনা ব্যতিরেকে আপনারা বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম 'দায়ী ইলাল্লাহ্' হতে পারেন না। বিরুদ্ধাচরণের যতদূর সম্পর্ক—শত্রু যদি বলে যে তারা আমাদের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন কেড়ে নিবে তা'হলে (আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি যে,) তারা তা কখনও পারবে না। এটা অসম্ভব। এরা যত বেশী প্রয়াস পাবে, খোদাতা'লা তত বেশী এই জামা'তকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় পবিত্র কুরআন এবং এর পবিত্র শিক্ষা বিস্তার করে যাওয়ার সুযোগ দান করবেন। এ সব লোকদেরকে আমরা আদৌ ভয় করি না। আমরা খোদাতা'লার বান্দা এবং আমরা হলাম খোদাতা'লার মো'মেন বান্দা। আমরা ধ্বংসলীলা থেকে জীবন সুধা নিংড়িয়ে নিতে জানি। কাজেই এরা যত ধ্বংস যজ্ঞই আমাদের জন্যে সাব্যস্ত করবে, আমরা ততই বেশী জীবন সুধা সঞ্চয় করে নিবো এবং সে সুধা ও রস আমাদেরকে অধিকতর জীবনময় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে থাকবে। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, জানুয়ারী ১৯৮৭ইং সংখ্যা থেকে অনূদিত)

খুতবা ঈদুল ফিতর

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এই ঈদের খুতবাটি ১৮ই মে, ১৯২৩ সনে বাগে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাদিয়ানে প্রদান করেন।

অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ্ আহ্মদ

তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (রাঃ) বলেন,

ঈদের দিন মুসলমানদের নিকট এক আনন্দের দিন। এই ব্যাপারে চিন্তা করার দরকার যে, আমরা এই দিনে আনন্দিত হই কেন? এই দিনতো তার সকল বৈশিষ্ট্যসহ যেভাবে আমাদের জন্যে উদিত হয়েছে, অনুরূপ হিন্দু খৃষ্টান ও শিখদের জন্যেও উদিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ এমন হয় নাই যে, আমাদের জন্য শীতল ও হিন্দুদের জন্য গরম হয়ে উদিত হয়েছে, অথবা আমাদের জন্যে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটেছে, অথবা দিন-রাতে ছোট বা বড় হয়েছে। উপরোক্ত কোন পার্থক্যই ঘটেনি। যেভাবে এই দিন তাদের জন্যে এসেছে তেমনই আমাদের জন্যেও। সুতরাং যখন এই দিন সবার জন্যে সমান, তাহলে কোন্ কারণে আমরা আনন্দিত এবং তারা আনন্দিত নয়। আমাদের ছেলে মেয়েরা আনন্দিত, স্ত্রীলোকেরা আনন্দিত এবং পুরুষেরাও আনন্দিত। অপর-দিকে হিন্দুগণও তাদের ছেলে মেয়েরা এই দিনটিকে সাধারণভাবে কাটাবে। শিখদেরও একই অবস্থা। এই দিনের প্রভাব তাদের কর্মে বা চালচলনে কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের জন্যে গত ও আগামী দিন থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল আমাদের ছেলে, মেয়ে, পুরুষ ও মহিলাগণ নূতন কাপড় পরিধান করে নাই এবং আগামী কালের জন্য তারা কোন প্রস্তুতিও নিবে না কিন্তু এই কাজগুলি তারা আজ করছে।

আমরা দেখে থাকি হিন্দু ও খৃষ্টানদের যে ঈদ খুশীর দিন হয় তার কোন প্রভাব আমাদের উপরে পড়ে না। হিন্দুদের "দেওয়ালী" ও "হোলী" উৎসব হয়, তার কোন প্রভাব আমাদের উপরে পড়ে না। আমাদের ঘরে এই দিনগুলিতে পূর্বের ন্যায়ই বাতি জ্বলে, অপরদিকে ঐ হিন্দু যার ঘরে বাতি জ্বালাবার জন্য তেল জুটে না সেও 'দেওয়ালী'র দিন অবশ্যই প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে। সংক্ষেপে মুসলমানদের ঈদ, হিন্দু ও খৃষ্টানদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মুসলমান ও খৃষ্টানদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। অনু-রূপভাবে খৃষ্টানদের খুশীর দিনও মুসলমান ও হিন্দুদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

প্রশ্ন এই উঠে যে, আনন্দিত হবার কারণ কি? যদি আমরা এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারব। ঈদ তো বাহ্যিক দ্রব্যাদির ঈদ নয়। ঈদ নূতন কাপড় পরিধান করার নাম নয় কেননা, কাপড় তো হিন্দু, খৃষ্টান সবাই পরে। ঈদ ভালো ভালো খাবার খাওয়ারও নাম নয়। ভালো খাবারতো অন্যান্য দিনেও রান্না করা হয়। হ্যাঁ, ঈদের দিনে বিশেষ আড়ম্বরতা থাকে। যদি পোষাক ও আহারের নাম ঈদ হয় তাহলে হিন্দু ও খৃষ্টানদেরও তো ঈদ হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে, আমাদেরই তো ঈদ কিন্তু তাদের নয়। সুতরাং বুঝা গেল পোষাক ও খাবারের নাম ঈদ নয়, বরং ঈদের জন্য পোষাক ও খাবার। ঈদের জন্যেই লোকেরা আনন্দিত হয়। নতুবা যেখানে মৃতদেহ থাকে সেই জায়গায় হাসলে তো ঈদ হবে না। সেই দিন ভালো কাপড় পরে মৃতের বাড়ীতে গেলে অথবা ভালো খাবার তৈরী করে সেখানে পাঠালে তো তাদের ঈদ হবে না। কেননা সুন্নত এই যে, যদি কোনা মুসলমানের মৃত্যু হয় তাহলে তার বাড়ীতে খাবার পাঠাও। তারা শোকের জন্য ঘরে রান্না করতে পারে না। এমতাবস্থায় অনেকে ক্ষুধার্ত থাকবে। অতএব এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের ঈদ হতে পারে না। যদি পানাহারই ঈদ হতো তাহলে সবারই ঈদ হতো, বাস্তব এই যে, সবার একই ঈদ নয়। আমরা বিত্তশালী-দের দেখি যে, তাদের নিকট এত বেশী এবং ভালো কাপড় থাকে যে ঈদের কাপড়ের জন্যে তারা এতো তৎপর হয় না। অতএব পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, ঈদের আনন্দ পোষাকে ও আহারে নয়, বরং অন্য কিছুর জন্যে।

যদি ইহা বলা হয় যে, ঈদ রমযানের পরে আসে এবং আমরা এই জন্য আনন্দিত যে, রোযা শেষ হয়ে গিয়েছে। এর উত্তর এই যে, তোমাকে কে বাধ্য করেছে যে, রোযা রাখো বা না রাখো। খোদার তরফ থেকে তো বাধ্য করার জন্যে ফিরিশ্‌তাদের নিয়োগ করা হয় নাই যে ধরে ধরে কাজ করাবে। সুতরাং ঈদ এই জন্যে নয় যে, রোযা শেষ হয়ে গিয়েছে। কেননা রোযা বলপূর্বক রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না যার জন্যে আনন্দিত হওয়া যেত যে বোঝা নেমে গিয়েছে। হ্যাঁ, ঈদের অর্থ এই যে, আমাদের একটি ফরয কাজও ছিল যাকে আমরা সম্পূর্ণ করেছি। বাচ্চারা পরীক্ষা দেয় পাশ হলে খুশী হয়। বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ করা। সুতরাং যখন সন্তান হয় তখন মানুষ আনন্দিত হয়। কেননা স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলশ্রুতি সন্তান। সুতরাং আমরা আজ আনন্দিত শুধু এই জন্যে যে, আমরা আমাদের অর্পিত কাজ সম্পাদন করেছি। নতুবা অনেকে এমন আছে যারা কাপড় বদলায়নি খাবারও খায়নি, যদি তাদের ঈদ হয়ে থাকে শুধু এই জন্যেই হয়েছে যে, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে এবং উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছে।

যদি বল, যারা রোযা রাখেনি তারাও তো আনন্দিত। এর উত্তর এই যে, মানুষের অনেক ধরণের সম্পর্ক থাকে। আংশিক সম্পর্কে এক রঙের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতিতে তার স্বরূপ অন্যরকম হয়ে থাকে। আমার বন্ধুর ঘরে সন্তানের জন্ম হলে

আমিও আনন্দিত হব। বন্ধুর আনন্দও আমাদের আনন্দ। সুতরাং যেহেতু তাদের ইসলামের নামের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে সেহেতু যারা রোযা রাখে নি, এই সাদৃশ্যের দরুন তারাও আনন্দিত হয়। যারা রীতি-নীতি রক্ষার্থে রোযা রাখেন তারা এই রীতি-নীতিকে মেনে নিতে বাধ্য, কেননা তাদের মাতাপিতাকে তারা এই রীতি-নীতি পালন করতে দেখেছে। এদের উদাহরণ সেই শিশুর ন্যায় যার মাতা মারা গিয়েছে এবং সে তাকে ঘুমন্ত মনে করে তার গালে চড় মারছে এবং বলছে, 'মা তুমি কেন কথা বলছ না।' অথচ তার মা নিরব নয় মৃত। অনুরূপভাবে উপরোক্ত লোকেরাও রীতি-নীতির জন্যেই আনন্দিত হয়ে থাকে, অজান্তে আনন্দিত হয় নতুবা এই সময়তো তাদের মাতম (শোক) করার সময় যে তারা ফেল করেছে। যেভাবে সেই ছাত্র যে অকৃতকার্য হয়েছে সে আনন্দ অনুভব করে না, যেভাবে মৃত মার জন্যে সন্তান আনন্দিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে সেই সকল লোকদের আনন্দিত হবার সময় নয় যারা ঈদ তো পালন করছে, কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করে নি। সুতরাং ঈদ তাদেরই, যারা নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। রোযাও এক ফরয যা অর্পিত দায়িত্ব। এই জন্যে মুসলমানেরা আনন্দিত হয় যে, তারা নিজেদের ফরযকে পালন করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করছি যে, আমাদের জন্যে কি শুধু রোযা রাখাই ফরয ছিল? যদি এর উত্তর 'না' হয় তাহ'লে আমাদের ঐদিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে, কেননা অন্যান্য ফরযগুলি পালন করলে আমরা সেই ঈদ পাবো যা কখনও শেষ হবে না। এই ঈদ তো আজ এসেছে এবং আজই গত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ঈদ এলে আর যাবে না। গরীবরা নিজেদের কাপড় যত্ন সহকারে রাখবে কিন্তু সেই ঈদের পোষাক কখনও ময়লা ও পুরাতন হবে না। এই ঈদ তো ক্ষণস্থায়ী এবং সেই ঈদ তো দীর্ঘস্থায়ী। হ্যাঁ, এই ঈদ তো সেই ঈদের প্রতীক স্বরূপ। এই ঈদে তো নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, আমরা যে দায়িত্ব পালন করেছি তা কবুল হয়েছে কি না। কিন্তু রোযার সকল ফরযগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করার পর যেই ঈদ আসে তা আমাদিগকে নিশ্চয়তা দান করে, যার পর কোন দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই, নগ্নতা নেই। যদি রোযার ফরযগুলি পালন হয়ে যায় তা'হলে খোদাতা'লা তাই বলেছেন,

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانو يعملون ٥ (سورة سجدة : ١٧)

অর্থাৎ কোন মানুষ জানেনা যে, কোন ধরণের আরামদায়ক দ্রব্যাদি তার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং সেইগুলি এমন হবে যে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত জানেন না যে, তাদের আরাম ও সুখের জন্যে কোন্ কোন্ বস্তু আল্লাহ্‌তা'লা গোপনভাবে রেখেছেন। যখন মানুষ এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তখনই সে আসল বস্তু পায়। এই ঈদ তো উদাহরণ ও সামান্য স্বাদ স্বরূপ, যাতে মানুষ উপলব্ধি করে নিতে পারে যে খুশী কাকে বলে। যখন মানুষ প্রকৃত ঈদকে লাভ করে ফেলে তারপর না তো তার জন্যে ক্ষুধা থাকে, না নগ্নতা, না কোন দুর্বলতা আর না কোন ভয়-ভীতি। সুতরাং আমাদের সেই ঈদ লাভ করতে হবে। সেই ঈদ লাভ করতে হলে তার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি সেই ঈদ লাভের জন্যে সচেষ্ট ও প্রস্তুত না হই তাহ'লে জীবন বৃথা। সৈন্যদের যুদ্ধের মহড়া দেয়া হয়, ঘোড়ার উপরে চড়া শিখানো হয়, গুলি চালাতে শিখানো হয়। এর উদ্দেশ্য এই সৈন্যরা যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারে। যদি সেখানে কিছুই করতে না পারে তা'হলে মহড়া দেয়া ও কৌশল শিখানো সবই বৃথা।

আমাদের উদ্দেশ্য কি? কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে, আমাদের দু'টি উদ্দেশ্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রথম উদ্দেশ্যটি বলেছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি নৈকট্য ও সাক্ষাৎ লাভ করি। যদি এই উদ্দেশ্যে আমরা সফল হই তাহ'লে ইহা বড় সফলতা ও প্রকৃত ঈদ হবে। আল্লাহ্‌তা'লা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ চান যেন মানুষ সব কিছুর মোহ ছেড়ে দিয়ে তাঁর হয়ে যায়, সবকিছুকে যেন সে পরিত্যাগ করে খোদার জন্যে প্রাণ ও ধন-সম্পদ কুরবানী দেয়, আত্মীয়-স্বজনকেও তাঁর মোকাবেলায় পরিত্যাগ করে। নিজের কামনা বাসনা, আপন দেশ ও সন্তান-সন্ততিকেও যদি খোদার ভালবাসায় উৎসর্গ করে তাহলেই প্রকৃত ঈদ লাভ হয় এবং এই গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন :

فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی (سورة فجر: ۳۱-۳۰)

অর্থাৎ আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতির প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। এর অনেকগুলো দিক রয়েছে, তার মধ্য থেকে একটি হল এই যে, তাদের আমরা ঐ সকল সংবাদ পৌঁছে দিই যা ব্যতিরেকে তাদের অবস্থা মৃতের ন্যায়। আমাদের কর্তব্য আমরা যেন তাদেরকে খোদার নিকট পৌঁছবার পথ বলে দিই, সঠিক পথ সম্বন্ধে অবগত করি যা হতে বড় কোন কল্যাণ নেই। যদি আমরা ক্ষুধার্তকে রুটি দিই তাহ'লে তার এক বেলার দুঃখ হয়ত দূর হয়ে যাবে, কিন্তু যদি হেদায়াতের পথের উপর পরিচালিত করে দিতে পারি তাহ'লে দোজাহানের আরাম ও সুখ সে পাবে। যদি নগ্ন ব্যক্তিকে বস্ত্র দিই, তাহলে তার নগ্নতা হয়ত কিছু দিনের জন্যে ঢেকে যাবে, কিন্তু যদি তাকে তাক্‌ওয়ার পোষাক দিতে পারি এবং খোদার দীনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তবে সে সব সময়ের জন্যে নগ্নতা থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং মানবজাতির প্রতি দয়াদ্র হওয়ার অর্থ হলো তাদেরকে খোদার নিকট পৌঁছে দেয়া এবং এটাই হলো তাদের প্রতি সবচেয়ে বড় কৃপা। যদি আমরা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক গড়ে দিতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের বড় ও প্রকৃত ঈদ। আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সচেষ্ট হও এবং দুনিয়াবাসীকে হেদায়াত দেবার জন্যে চেষ্টা কর। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াবাসী হেদায়াত না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়ো না। কেউ হয়ত বলতে পারে, দুনিয়াবাসী হেদায়াত পেলে আমাদের কি লাভ? আমি বলি, যদি কোন লাভ নাও থাকে, কিন্তু এই কথা কি ঠিক নয় যে, সমস্ত দুনিয়াবাসীকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে প্রকৃত ঈদ দেখতে পাওয়া যেতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা না যায় আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃত ঈদ দান করেন না। যদি কেউ মরে যাবার অবস্থায় উপনীত হয় এবং তার বাঁচার কোন আশা না থাকে তাহলে কেউ আনন্দিত হতে পারে না। যদি আমরা প্রকৃত ঈদ চাই তাহলে দুনিয়াতে হেদায়াতের তবলীগ করতে হবে। খোদার নিকট থেকে যারা দূরে সরে গেছে তাদেরকে নিকটে আনতে হবে, সত্য পথে আনতে হবে, নতুবা আমাদের ঈদ হতে পারে না। প্রকৃত ঈদ তো খোদার নৈকট্য লাভ অর্থাৎ, তাঁর বান্দাদের তাঁর দিকে ধাবিত করলেই পাওয়া যায়। এই সফলতা লাভের পর যে সূর্য উদিত হয় তা কখনও অস্ত যায় না। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমাদের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করুন, আমরা যেন সেই প্রকৃত ঈদকে লাভ করতে পারি যার জন্যে এই ঈদ প্রতীক স্বরূপ।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'মসীহ্ মাওউদ' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। বিগত ১৮৮৯ খৃঃ তথা ১৩০৬ হিজরী হতে একশত বছর ধরে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করে চলেছে। ইতিমধ্যে এই আধ্যাত্মিক সংগঠন পৃথিবীর শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে এই সংগঠন সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম-ভিত্তিক "উম্মতে ওয়াহেদা" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতার প্রমাণ কি? সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ নীচে উল্লেখ করা হলো। আশা করি সত্য-সন্ধানী সুধীবৃন্দ বিষয়টি উন্মুক্ত হৃদয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ যে পাঁচটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেগুলো হলো:

(১) দাবীকারক পাক-পবিত্র শিক্ষা সহকারে এসেছেন কি না?

(২) তিনি বড় বড় নিদর্শনসহ আগমন করেছেন কি না—যেগুলো সার্বিকভাবে কেউই মোকাবেলা করতে পারে না?

(৩) ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সার্বিকভাবে দাবীকারকের উপর প্রযোজ্য হয় কিনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে কি না?

(৪) যে সময় বা যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে সেই যুগের অবস্থাবলী কোন সংস্কারকের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে কি না?

(৫) দাবীকারকের ব্যক্তি-চরিত্র, 'তাক্‌ওয়া' এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ-শক্তি উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন: "সমগ্র কুরআন মজীদে মোটামুটি এই সকল স্বতঃসিদ্ধ কথাই বর্ণিত রয়েছে যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র তরফ হতে আদিষ্ট কোন ব্যক্তির ('মামুর মিনাল্লাহ্‌'-এর) সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখন যে ব্যক্তি ঈমান আনা আবশ্যক মনে করে সে যেন এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে।"

(আল-হাকাম)

এই নিবন্ধে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থাবলী, অন্যান্য গ্রন্থাবলী এবং ইতিহাস ভিত্তিক বাস্তব ঘটনাবলী দ্রষ্টব্য। (উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত নম্বরসমূহে 'বিসমিল্লাহ্‌'-যুক্ত আয়াতকে এক নম্বর আয়াত ধরে গণনা করা হয়েছে-কেননা উক্ত আয়াত সংশ্লিষ্ট সূরারই অবিচ্ছেদ্য অংশ)

১। পবিত্র শিক্ষাসহ আগমনের প্রমাণ

(ক) সূরা জুমআ: ৩ নম্বর আয়াতে যে চারটি উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে উক্ত ৪টি বিষয় ঐ সূরার ৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী আখেরী যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যও প্রযোজ্য।

(খ) সূরা সাফ: ৭ আয়াতে আগমনকারী মহাপুরুষকে 'আহ্‌মদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'আহ্‌মদ' অর্থ 'প্রশংসাকারী' এবং 'জামালী' বা সৌন্দর্য প্রকাশক গুণাবলীর জন্যে প্রযোজ্য।

(গ) ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আধ্যাত্মিক নেতা হবেন (ইমামাম মাহ্‌দীয়ান), ন্যায়-বিচারক (হাকামান আদলান), ত্রিত্ববাদী ক্রুশীয় বিশ্বাসের মুলোৎপাটন করবেন (ইয়াকসারুস সালীব), 'শূকর' বধ করবেন (ইয়াকতুলুল খিনজির) অর্থাৎ শূকর-তুল্য অপবিত্রতা এবং নোংরামী দূরীভূত করবেন এবং 'শূকর তুল্য' দুষ্ট-প্রকৃতির কিছু কিছু লোক তাঁর দোয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলকভাবে ঐশী শাস্তি ভোগ করবে এবং শান্তিবাদী নীতির অনুসরণ করবেন (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য হাদীস)

(ঘ) পবিত্র কুরআনে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক নীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে (বাকারা: ২৫৭) এবং এই নীতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ঘোষণা করেছেন: "অসির কাজ আমি মসী দ্বারাই করেছি।" আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে 'সুলতানুল কলম' তথা 'লেখনী-সম্রাট' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "আমার ধর্মীয়-বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত সার হলো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। ('তৌজিয়ে মারাম; পৃ-২৩)

২। ঐশী-নিদর্শনমূলক প্রমাণ

(ক) সূরা কিয়ামাহ: ৯-১০, তাকভীর: ২ আয়াতের আলোকে এবং দারকুতনী হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যতার নিদর্শন রূপে চন্দ্র ও সূর্যের বিশেষ গ্রহণ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয়ে বিশ্ববাসীকে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছে। এই অপূর্ব ঘটনা সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থবলীতেও উল্লেখ রয়েছে।

(মথি ২৪:২৯-৩০, প্রকাশিত বাক্য ৬-১, ভগবত পুরান: ১৩ স্কন্দ)।

(খ) সূরা হাক্কা: ৪৫-৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানিয়ে বললে তিনি মিথ্যাবাদীকে কঠোর শাস্তি দান করেন এবং কোন মানুষ সেই মিথ্যা দাবীকারককে ঐশী শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না।

(গ) সূরা জ্বিন: ২৭-২৮ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, তাঁর মনোনীত বান্দাকে তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে জানাতে পারেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ওহী-ইলহাম লাভের দাবী করেছেন এবং সেগুলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অধীনে প্রাপ্ত।

(ঘ) সূরা বাকারা : ৯০, আলে ইমরান : ৬২ এবং জুমুআ : ৭ আয়াতে সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বিনীত দোয়ার মাধ্যমে ঐশী-মীমাংসার পদ্ধতি (মুবাহালা) বর্ণিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং বহু নিদর্শন ভবিষ্যতে পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইতিহাস পাঠ করলে এই সকল বিষয়ে সম্যকভাবে জানা যাবে।

(ঙ) খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শনাবলী :

পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমের সঙ্গে ভারতবর্ষের অমৃতসরে ১৫ দিন ব্যাপী বাহাস (১৮৯৩ ইং), তাঁর সম্পর্কে-প্রাপ্ত ইলহাম—ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শর্তানুযায়ী আথমের মৃত্যু। পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পরিণামে হযরত মির্যা সাহেবের সম্মানজনক বিজয়ের নিদর্শন।

পাঞ্জাবের খৃষ্ট-সমাজের তৎকালীন লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড জর্জ লেফ্রাই সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং লেফ্রাই সাহেবের টাল-বাহানা (১৯০০ ইং)।

শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর সম্পর্কে ঘোষণা (১৮৯৫ ইং) এবং 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তাকাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী।

(চ) হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শনাবলী :

o পণ্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (১৮৯৩ ইং) এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথা সময়ে পূর্ণতা (১৮৯৭ ইং)।

o স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর মৃত্যু (১৮৮৩ ইং)।

o পণ্ডিত ইন্দ্রমোহন মোরাদাবাদীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং তাঁর পশ্চাদাপসরণ (১৮৮৫ ইং)।

o 'শুভ-চিন্তক' পত্রিকার পরিচালক সোমরাজ, পণ্ডিত ইচ্ছর চন্দ্র এবং পণ্ডিত ভগ্যারামের প্লেগ জনিত মৃত্যু (১৯০৭ ইং) এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী।

(ছ) শিখদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী :

o হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ১৮৯৫ ইং সনে "ডেরা বাবা নানক" নামক স্থানে গমন করেন এবং বাবা নানকের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন। 'সৎ বচন' নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করতঃ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে শিখ-গুরু 'বাবা নানক' মুসলমান ছিলেন।

o পাঞ্জাবের শিখ রাজপুত্র রাজা দিলীপ শিং সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(জ) বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ও অন্যান্যদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী :

o বাটালা নিবাসী মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শন।

o হুশিয়ারপুর নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ ও তার কন্যা মুহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তদনুযায়ী আহমদ বেগের মৃত্যু।

০ ঝিলামের ফৌজদারী আদালতে জনৈক করমদীন কর্তৃক মামলায় হযরত মির্যা সাহেবের বেকসুর খালাস, ঝিলাম গমনের ফলে বিপুল সম্বর্ধনা এবং বহুলোকের বয়আত গ্রহণ।

কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে আসার পথে বিরুদ্ধবাদীদের দেওয়াল নির্মাণ এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশ প্রদান।

মৌলবী রসূল বাবা লিখিত "হায়াতে মসীহ্" পুস্তকের বিষয় খণ্ডন করতঃ "ইতমামে হুজ্জত" নামক পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশ।

সাহুল্লাহ্ লুধিয়ানবীর বিরোধিতাপূর্ণ ব্যবহার এবং উহার ফলশ্রুতি।

হযরত সাহেব কর্তৃক ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা বিজয় ইসলামের কল্যাণময় আশীষ-ধারার চির প্রবহমানতা, ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সর্ব প্রকার অপবাদের খণ্ডন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার্থে বাস্তব-সম্মত পদক্ষেপপূর্ণ পুস্তকাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশ।

(ঝ) ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী ঃ

০ পাঞ্জাবে মহামারী রূপে প্লেগের আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী, আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যদের প্লেগের আক্রমণ হতে অব্যাহতি লাভ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সবধর্ম সম্মেলন' (১৮৯৭ ইং) এবং উহাতে পঠিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ('ইসলামী উসুল কি ফিলসফি')।

(ঞ) আফগানিস্তানের জন্য বিশেষ নিদর্শন ঃ

০ সাহেবযাদা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব এবং মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের শাহাদাত বরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(ট) ইরানের জন্য বিশেষ নিদর্শন ঃ

০ কিসরার রাজ প্রাসাদ তথা ইরানের 'কম্পন অবস্থা' (বিপ্লব অবস্থা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(ঠ) রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য বিশেষ নিদর্শন ঃ

০ রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট জার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

০ রাশিয়ার ভবিষ্যত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ আমেরিকান পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডুই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ ইংল্যাণ্ডের ধর্মযাজক জন হুগ স্মিথ পিগট-সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

০ প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ ইসলামের প্রতি ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

(ড) বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শন ঃ

০ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (১৯১১ ইং)।

(ঢ) মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শন ঃ

০ ঈদুল আযহার দিনে আরবী ভাষায় "খোতবা ইলহামীয়া" প্রদান (১৯০০ ইং)।

০ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কনসলের সংগে সাক্ষাৎকালে তুরস্কের সুলতানের আসন্ন বিপদাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

০ আরবী ভাষায় জনৈক বাগদাদী মৌলবীর আপত্তির জবাব।

০ "লুজ্জাতুন নূর" নামক পুস্তকের মাধ্যমে আরব, সিরিয়া, বাগদাদ, ইরাক ও খোরাসানের আলেমদিগকে সুসংবাদ প্রদান।

০ আরবী ভাষায় ঐশী সাহায্যে ব্যুৎপত্তি লাভ, চল্লিশ হাজার 'শব্দমূল' শিক্ষা এবং ২০ খানা আরবী পুস্তক প্রণয়ন।

(ণ) চীন ও জাপানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শন ঃ

০ প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহা জাপান ও চীনের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

(ত) পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শন ঃ

০ পাকিস্তানে হিজরত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

০ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(থ) বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ নিদর্শন ও জামাতের চূড়ান্ত সাফল্য ঃ

০ ১৮৬৪ ইং সনে স্বপ্নে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর দর্শন লাভ এবং প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হওয়ার পূর্বাভাস। ১৮৬৮ ইং সনে ইলহাম লাভ করেন ঃ "বাদশা তেরে কাপড়োঁ ছে বরকত ঢুণ্ডেগে" অর্থাৎ, "বাদশা তোমার বস্ত্র হতে আশীর্বাদ অনুসন্ধান করবেন।"

০ বিশেষ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, উল্কাপাত ও নক্ষত্রের উদয়।

০ পাঁচটি বিশেষ ঐশী নিদর্শন-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী ('তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

০ 'সুলতানুল কলম' হিসেবে প্রাপ্ত ঐশী উপাধী।

০ কবুলিয়াতে দোয়া সম্পর্কিত কতিপয় ঘটনাবলী এবং জামা ও পাগড়ীতে রক্তবর্ণ চিহ্নের ঘটনা।

০ স্বীয় জীবন, কার্যাবলী ও সাফল্য, মৃত্যু এবং 'কুদরতে সানিয়া' হিসাবে খেলাফতের অব্যাহত ধারা, ওসীয়্যত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

০ 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

০ বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্তের অবসান এবং তিন শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

৩। ধর্মীয় গ্রন্থবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতার সাক্ষ-প্রমাণ ঃ

(১) পবিত্র কুরআনে সূরা জুমুয়াতে তাঁর আবির্ভাব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা সাফে তাঁকে 'আহমদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা নূরে 'ঈসা-সদৃশ' খলীফা হিসাবে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁকে 'যুল-কারনায়ন' বলা হয়েছে। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁকে কখনও 'ইমাম মাহদী', কখনও 'ঈসা ইবনে মরিয়ম', ইবনে মরিয়াম, 'খলীফাতুল্লাহিল মাহ্‌দী' বলা হয়েছে। হিন্দুদের শাস্ত্রাদিতে কলি যুগের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে 'কল্কি অবতার' এবং বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্তেয়' বলা হয়েছে। তিনি পার্শী-ধর্মে মসীদর মহরমী, 'সুসান' এবং 'পবিত্র আহমদ' নামে তিনি পরিচিত, খৃষ্টানদের জন্য তিনি 'মনুষ্য-পুত্র ঈসা' নামে এবং শিখ-ধর্মে রেশাদ' ও মাহ্‌দীগীর বলে অভিহিত। বস্তুত: সকল ধর্মের আনুসারীদের জন্য শেষ যুগে তিনি এক ও অভিন্ন ঐশী সংস্কারক হবেন। একই যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার প্রশ্ন বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মাহ্‌দী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অপর কেহ নহেন' (ইবনে মাজা)।

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি রেফারেন্স দৃষ্টান্ত হিসেবে নীচে উল্লেখ করা হলো : (এগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ, হাদীসের উক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর লেখা ৮৮ খানা পুস্তক এবং আহ্‌মদীয়া সাহিত্য, পত্র-পত্রিকাদি দ্রষ্টব্য)।

(ক) 'বুরুজী' আবির্ভাব :—সূরা জুমুআ : ৪ আয়াতে আধ্যাত্মিক অর্থে বুরুজীভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্বন্ধে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস "লাও কানাল ঈমানু মোয়াল্লিকান ইনদা সুরাইয়া লানালাহু রেজালুন মিনহা-উলায়ে", প্রণিধানযোগ্য।

(খ) খেলাফতের প্রতিশ্রুতি : সূরা নূর : ৫৬ আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বিশেষভাবে ইসলামের আবির্ভাব-যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে এবং আখেরী যুগে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সম্বন্ধে মেশকাত ও অন্যান্য হাদীস দ্রষ্টব্য।

(গ) আবির্ভাব কাল :— সূরা সিজদা : ৬ আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (সহী হাদীস অনুযায়ী প্রথম তিনশত বছর ইসলামের গৌরবময় যুগ) এক হাজার বছরে উহা আকাশে উঠে যাবে। অর্থাৎ ১০০০+৩০০ বছর=১৩০০ পর উপরের (ক) ক্রমিকে বর্ণিত সূরা জুমুআর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশ হতে ধরাপৃষ্ঠে ঈমানকে আনয়নের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন অবধারিত। ফলত: চৌদ্দশত হিজরীর প্রারম্ভেই আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঐশী নির্দেশে তাঁর দাবী পেশ করেছেন।

(ঘ) বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি :—সূরা সাফ: ১০, ফাতহ ২৯-৩০, তাওবা: ৩৩ প্রভৃতি আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস ও বুজুর্গানে উম্মতের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'প্রতিশ্রুত

মসীহ্‌' এবং প্রতীক্ষিত মাহ্‌দী' (আঃ)-এর মাধ্যমে আখেরী যুগে ইসলাম প্রচার ব্যবস্থা সুসংগঠিত হবে এবং ঐশী সাহায্যের দ্বারা ইসলাম বিশ্ব-বিজয়ী হবে।

(ঙ) ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বংশ, নাম দৈহিক গঠন এবং আবির্ভাব স্থান :—সূরা আনআম : ২৯, সাফঃ ৭, জুমুয়া ৪, ইয়াসিনঃ ২১-২৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বুযুর্গানে উম্মতের অভিমতের আলোকে বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।

(চ) চরম বিরোধিতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ :—সূরা বাকারা : ২৯৫, ইয়াসিনঃ ৩১, বুরুজ ৮—১২, আনআমঃ ২২ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমকালীন অহঙ্কারী-দাম্ভিক আলেমগণ আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে। এর দ্বারাও দাবীকারকের সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

৩.২। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতার প্রমাণসমূহ ঃ

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে ইসলামই এক মাত্র ধর্ম যা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম এবং ধর্মীয় মহাপুরুষদিগকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ('লাকাদ বায়াসনা ফিকুল্লি উম্মতির রাসূল' —ইউনুস : ৪৮)। অবশ্য একথা সত্য যে, বিভিন্ন কারণে অতীতের গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত হয় নাই এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিকৃতি এবং হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। এতদসত্বেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাবলীতে অল্প বিস্তর ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো দ্বারাও 'আখেরী তথা কলি যুগ' এবং সেই যুগের মহাপুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্নাবলীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো বর্তমান কালে পূর্ণতা লাভ করেছে। সংক্ষেপে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর বরাত উল্লেখ করলাম।

(ক) হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী

০ "আহমদ" নামক ঋষি তাঁর আত্মিক পিতার আদর্শ অনুযায়ী আসবেন" অথর্ব বেদ, ২০ কাণ্ড, ১৯৫ সুক্ত)। ০ আহ্‌মদের আবির্ভাব স্থলের নাম হবে কদন" (অর্থব বেদ, ২৭ সুক্ত)। ০ সেই সময়ে বিশেষ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে (মহাভারত বনপর্ব, ভাগবৎপুরাণ-১৩ স্কন্ধ)। ০ মহাভারতের ১ম-পর্ব : ১৯০-১৯৯ অধ্যায়গুলোতে কলিযুগের বিভিন্ন চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ বর্ণিত হয়েছে যেগুলো বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে। গীতার একাদশ অধ্যায় "শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ" সম্পর্কে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কলিযুগের মহাপুরুষ সম্পর্কে যথোপযুক্তভাবে প্রযোজ্য। ০ বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ "অনাগত ভবিষ্য" অনুযায়ী শেষ-যুগে 'মৈত্তেয়' আসার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। ০ "জৈনষ্টাকাতনী" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের নাম 'এমদ' হবে।

(খ) পার্শী ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী : ০ "পবিত্র আহমদ নিশ্চয় আগমন করবেন" (যেন্দা-বেস্তা, ১ম খণ্ড)। ০ শেষ যুগে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হবে ("গাথা')। ০ শাহ

বহরম-তুল্য (মসীহ্‌দর বহরমী বা সুসান নামে) এক পবিত্র পুরুষের আবির্ভাব হবে। (সুস্তনাম সাসান পঞ্চমঃ ৩১-৩৩ শ্লোক)।

(গ) ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী : ০ মসীহ্ একজন রসূল হবেন এবং তাঁর রাজত্ব-কাল হাজার বছর স্থায়ী হবে (তালমুদ) ০ "প্রতিশ্রুত মসীহ মারা যাবেন এবং তাঁর রাজত্ব পুত্র ও পৌত্রের উপর বর্তাবে।" (তালমুদ) ০ বিদ্যুত যেমন পূর্ব দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায় তেমনি মনুষ্য-পুত্রের আগমন হবে" (মথি ২৪ : ২৭)। ০ মানুষের গায়ে ব্যাথাজনক দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি হলো.....সমুদ্রের জীবগণ মরলো...প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলো ...।" (প্রকাশিত বাক্য ১৬:২-২১)। উল্লেখ্য যে খৃষ্টধর্মগ্রন্থের ২১৬টি স্থানে শেষ যুগে মনুষ্যপুত্র মসীহ্ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ -এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

(ঘ) শিখ-মতবাদের আলোকে : ০ "তিনি প্রকৃত সিদ্ধগুরুর শিষ্য হবেন।" (গুরুগ্রন্থ সাহেব, রাগ তালংগ, মোহাল্লা-১)। ০ "সেই মহাপুরুষ পাঞ্জাবের বাটালা অঞ্চলে জমিদার পরিবারে আবির্ভূত হবেন।" (ভাইবালা জনম শাখী) তিনি 'রেশাদ' নামে অভিহিত হবেন যার অর্থ 'খোদার প্রিয়' এবং "নৈকট্য প্রাপ্ত।" (ভাইবালা জনম শাখী)। ০ "চন্দ্র ও সূর্য তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করবে" (গুরু গ্রন্থ সাহেব, মুহাল্লা-৭, ঝুলনা-৪)। এক অবতার অর্থাৎ মাহ্‌দীমীর প্রেরিত হবেন — তিনি রাক্ষস বধ করবেন — সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবেন -- —।" (গুরা গোবিন্দ সিং, ১০ম গ্রন্থ, চব্বিশ অবতার অধ্যায়)।

৪। আবির্ভাব যুগের অবস্থাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ :

(ক) আখেরী যামানার বিশেষ নির্দশনাবলীর প্রকাশ :— সূরা তাকভীর : ২-১৯, ইনফিতার, ইনশিকাক, যিলযাল, বুরুজ, কারিয়াহ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কতকগুলো বিশেষ ঘটনা, চিহ্নাবলী এবং নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যদ্বারা 'আখেরী যুগ' সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

(খ) ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী : সূরা আম্বিয়া : ৯৬-৯৮, কাফ ৫-৬ ও ৯৫-৯৯ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত তথ্যাবলী হতে একদিকে যেমন ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের ফেতনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে জানা যায়, অপরদিকে সেই ফেতনা হতে রক্ষাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কেও জানা যায়। 'দাজ্জাল' বলতে ত্রিত্ববাদী মতবাদ এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজ' বলতে পাশ্চাত্যের দু'টি প্রধান সামরিক-রাজনৈতিক জোট এবং উহাদের ফেতনার কথা বলা হয়েছে।

(গ) 'আযাব' সংক্রান্ত ঐশী-নীতির আলোকে : সূরা বনী-ইস্রায়েল : ১৬-১৭; রহমানঃ ৩২-৪৬, যিলযাল এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী-আযাব হতে উদ্ধারকারী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন পৃথিবীব্যাপী অগণিত আযাব ও ঐশী-শাস্তিমূলক নিদর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ সমুজ্জল সাক্ষ্য বহন করছে।

(ঘ) ইহুদী জাতির পুনঃ একত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি : সূরা বনী ইস্রায়েল : ১০৫, আম্বিয়া ৯৮, ১০৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস অনুযায়ী আখেরী যুগের অন্যতম বিশেষ নিদর্শন এবং সনাক্তকারী ঘটনা হিসেবে 'ইস্রায়েল' নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯ইং) এবং দু' হাজার বছর পর ইহুদীদের পুনঃএকত্রিত হওয়ার ঘটনা জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যামানা।

(ঙ) হাদীসের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীতে আখেরী যুগের অবস্থা এবং সনাক্তকারী বিশেষ চিহ্ন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে :- যানবাহন হিসেবে উটের ব্যবহার উঠে যাবে, ধর্মীয় জ্ঞান এবং যথাযথ অনুশীলনের তীব্র অভাব হবে, সৎকাজ হ্রাস পাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, বেশী বেশী ভূমিকম্প হবে, বাদ্য-যন্ত্র এবং গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, দলনেতা ফাসেক হবে, ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট থাকবে, মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে—কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে, আলেমগণ আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে এবং ফেৎনা ফাসাদ ছড়াবে, আমানতের ব্যাপকভাবে খেয়ানত করা হবে, মানুষ অত্যধিক অত্যাচারী ও অহংকারী হবে ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাবে, সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে, ধর্মকে দুনিয়ার পশ্চাতে রাখা হবে অবৈধ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি পাবে, উষ্টচালকও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করবে, মুসলমানগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (যার মধ্যে একটি ব্যতীত সকলে ঝগড়া-বিবাদের আগুনে থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা অনাবশ্যক যে বর্তমান যুগ – বিশেষতঃ বিগত ১০০ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং এখনও এগুলোর বহিঃপ্রকাশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

৫। দাবী-কারকের ব্যক্তি-চরিত্র এবং 'তাক্‌ওয়া'-ভিত্তিক প্রমাণ :

ক) দাবী-কারকের সত্যতা নিরূপণের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে দাবীর পূর্বেকার জীবনের পবিত্রতা, সত্যবাদিতা এবং সাধুতার সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে (সূরা ইউনুস : ১৭)।

খ) হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর পূর্ববর্তী জীবন কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব লিখেছেন, "মির্যা সাহেব মুহাম্মদী শরীয়াতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার ও মুত্তাকী"। (ইশয়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

গ) সমকালীন পত্রিকার মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য :—"চরিত্রের দিক দিয়ে মির্যা সাহেবের সমগ্র জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালিমার চিহ্নও পরিরলক্ষিত হয় না। তিনি এক পরম পবিত্র ও মুত্তাকী জীবন যাপন করেছেন।" (অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'উকিল' ৩১-৫-১৯০৮ইং)।

ঘ) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ঘোষণা করেছেন: "কে আছে যে আমার জীবনীতে কোন দোষ-ত্রুটি বের করতে পারে?" ('তাজকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন')।

ঙ) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যতা অনুধাবন করার জন্য একটি সহজ পন্থা হিসেবে 'ইস্তেখারা' দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ("নিশানে আসমানী" পুস্তক, প্রকাশকাল—১৮৯২ ইং)। আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং কল্যাণে শত-সহস্র লোক ইস্তেখারার মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়ে আহ্‌মদীয়া জামা'তে বয়আত গ্রহণ করেছেন।

উপসংহার ঃ উদাত্ত আহ্বান

সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন ঘটেছে। তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব ঘটনা ও নিদর্শনাবলী দ্বারা। তিনি ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব-বিজয়কে বাস্তবে প্রতিপন্ন করার জন্য খেলাফত-ভিত্তিক একটি সুসংবদ্ধ জামা'ত গঠন করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রথম "প্রতিষ্ঠা শতাব্দী" অতিক্রম করেছে ২২শে মার্চ ১৯৮৯ সালে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর হতে তিনশত বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামের মহাবিজয় এবং প্রচার সুসম্পন্ন হবে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে আহ্‌মদীয়াতের 'প্রতিষ্ঠা শতাব্দী' হিসাবে এবং আগামী দ্বিতীয় শতাব্দী (১৯৮৯—২০৮৯ খৃঃ) ও তৃতীয় শতাব্দী (২০৮৯—২১৮৯ খৃঃ) হবে আহ্‌মদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের 'বিশ্ব-বিজয়ের শতাব্দী' (ইনশাল্লাহ্)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ—

"হে লোক সকল! শুনে রাখ যে, ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই জামা'তকে জগতের সমস্ত দেশে বিস্তৃত করবেন এবং যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে সকলের উপর প্রাধান্য দান করবেন। .....আজকের দিন হতে তৃতীয় শতাব্দী পার হবে না, যখন ঈসা নবীর (আঃ) অপেক্ষারত কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হয়ে (ঈসার আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) হবে এবং একই ধর্ম-নেতা (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) হবেন। আমি কেবল বীজ বপন করতে এসেছি। অতএব আমার দ্বারা বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এই বীজ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। কেহ ইহাকে রোধ করতে সক্ষম হবে না।" (তাযকেরাতুস-শাহাদাতায়ন, ১৯০৪ সনে প্রকাশিত)

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন :—

"ইমাম মাহ্‌দী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্‌দী।" (ইবনে মাজা)। "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁকে (ইমাম মাহ্‌দীকে) পাবে, সে যেন তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেয়।" (কনজুল উম্মাল)। "যে ব্যক্তি যুগ-ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহ জগৎ ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করেছে।" (মুসলিম, মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত রসূল আকরাম (সাঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে আহমদী মুসলমানগণ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে মেনেছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। যদি পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর ঐরূপ নির্দেশ না থাকতো তাহলে তারা কখনই উপরোক্ত দাবী-কারকের কথায় কর্ণপাত করতো না।

০ আহ্‌মদীয়া জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মির্যা সাহেবকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন: "আমি তোমাকে ইসলামের এক বিরাট জামা'ত দান করব" (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ৫৫৬ পৃষ্ঠা এবং তাযকেরা গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠা)। তিনি আরও বলেছেন: "ইসলামের পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত যবে, যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল।" (ফতেহ ইসলাম)। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে জানিয়েছেন: "আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো"।

০ হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন: "খোদাতা'লা আমাকে বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসারীগণের জামা'তকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, তারা নিজ নিজ সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধমান হবে এবং অচিরেই সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা-বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলোকে পথ হতে অপসারিত করে দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া পৃষ্ঠা-২২)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৬৫তম এবং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯) উৎসব প্রতিপালন জলসায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের

উদ্বোধনী ভাষণ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আম্মাবায়দু ফাআউযু বিল্লাহে মিনাশ শাই তোয়ানির রাজীম।

বিসমিল্লাহের রাহমানীর রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি ··· যাল্লীন।

প্রিয় ভ্রাতাগণ,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতেই সর্বশক্তি ও করুণার অফুরন্ত উৎস আল্লাহ্‌র দরবারে লাখ লাখ শোকরিয়া জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর সাথে সাথে বাংলাদেশের সব ভাই-বোন বিশেষ করে আহ্‌মদীদের জন্যে আন্তরিক শুভ কামনা রাখছি।

এবারের সালানা জলসাকে পূর্বেকার জলসার দৃষ্টিতে দেখা সঠিক হবে বলে মনে হয় না। কেননা এক দিকে এটি যেমন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৬৫তম সালানা জলসা, অপর দিকে এটি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তরণের প্রথম জলসাও। এই জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে এটিকে আহ্‌মদী মুসলমানদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য সংকল্পে বলীয়ান হওয়ার সম্মেলন বলেও আখ্যায়িত করা যায়। এ কারণেই এ জলসার পরিধি একদিন বাড়িয়ে ৩ দিনের স্থলে ৪ দিন করা হয়েছে। তা'ছাড়া অনিবার্য কারণে গত বছর সালানা জলসা করতে না পারার দরুনও ইহা আমাদের কাছে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট এ জলসার গুরুত্ব অপরিসীম এজন্য যে ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্বে আমার নিয়োজিত হওয়ার পর এটি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা।

গত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন দেশের ন্যায় এদেশেও আহ্‌মদীয়া জামা'তকে নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে। এসব প্রতিকুলতার একটা চূড়ান্ত মানবীয় রূপ প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তানে যখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অর্ডিনেন্স করে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, পবিত্র ইসলামের নামে অকথ্য অন্যায়-অত্যাচারে তাদেরকে জর্জরিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ঐ নির্মম অত্যাচার-অবিচারের ইতিহাস বলতে গেলে আমাদের জলসার চার দিনেও ইতি টানা যাবে বলে মনে হয় না। তাই এ প্রসংঙ্গে কথা না বাড়ায়ে একটি জিজ্ঞাসা রেখেই আমরা এদেশের কথায় আসছি। অর্ডিনেন্স করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক লাখ লাখ আহ্‌মদী মুসলমানকে অ-মুসলিম করার অহংকারে স্ফীত

হয়েছিলেন, তিনি জীবনে কোন একজন অমুসলমানকে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করানোর গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার দাবী করতে পারেন কি? তবে দলবল সহ বিমান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করে নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত কুরআন ভিত্তিক মুবাহালার শিকার হয়ে এই জামা'তের সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন রূপে আহ্‌মদীগণের ঈমান বর্ধনে সহায়তা করে গেছেন এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

বাংলাদেশের আহ্‌মদীরাও বর্তমানে খুবই প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এ প্রতিকুলতার প্রধান দু'টো দিক হলো: (১) দেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ভীষণ চাপ পড়েছে। অপর-দিকে ব্যয়ের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েই চলেছে। এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। (২) আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতি সক্রিয় বিরোধিতা অনেক বেড়ে গেছে। এসব বিরোধিতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ ধারণ করছে। বক্তৃতা, প্রচারপত্র, পোষ্টারিং ইত্যাদির দ্বারা অপপ্রচার অনেক জোরদার হয়েছে। মিছিল, শ্লোগান এসবের মাধ্যমে জনসাধারণকে উত্তেজিত করারও ব্যাপক প্রয়াস চলছে। এ সবের মধ্যে সীমিত না থেকে কোন কোন স্থানে আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে শুধু মতাদর্শের কারণে বয়কট এমন কি গৃহ হতে বিতাড়িত করা হচ্ছে। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে আমাদের কয়েকটি মসজিদ দখল করে তাতে আমাদেরকে নামায পড়তে দেয়া হচ্ছে না। এমন কি কোন কোন স্থানে মসজিদ পুড়িয়ে দেয়ার মত জঘন্য কাজও করা হচ্ছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে যারা এসব জঘন্য কাজ করছে তারা নিজেদেরকে কুরআন পাকের অনুসারী বলে বড় গলায় দাবী করছে। অথচ সূরা বাকারার ১১৫ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন:

'এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয় এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হইয়া ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।'

কোথায় কি ঘটেছে এর বিস্তারিত আলোচনায় গেলে সময় সংকুলান করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ নিয়ে কথা না বাড়ায়ে অন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। এর একটি হলো বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর পুস্তক 'দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস' সংক্রান্ত। 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর লেখক এই পুস্তকের মাধ্যমে শয়তানীর যে খেলা খেলেছে তদ্বারা তার বিখ্যাত হওয়ার সব স্বপ্ন শুধু ধুলিসাৎই হয়নি, বরং চূড়ান্তভাবে তা তাকে কুখ্যাত করে ছেড়েছে। পুস্তকের নামের মাঝেই লেখকের শয়-তানী মনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। বাক্ স্বাধীনতার নামে যারা 'স্যাটানিক ভার্সেস'

পুস্তকের জোর সমর্থন যোগাচ্ছে তাদের উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের স্বাধীনতার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক জীব বিধায় মানুষের বাক্, কর্ম ইত্যাদি সব স্বাধীনতাতেই সংযম, সমঝোতা ও কল্যাণের পরশ থাকতে হবে, থাকতে হবে পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ববোধের তাগিদেই মানুষ প্রকৃতির ডাকে যেখানে সেখানে সাড়া দেয় না। বাক্ স্বাধীনতা কখনও মিথ্যা বলার স্বাধীনতা হতে পারে না, পারে না তা কখনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাসি ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করতে।

উল্লেখ্য যে, নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা পুস্তকটির নিন্দা করেন এবং এ পুস্তকের পিছনে ইসলামকে হেয় করার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র কাজ করছে তা বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটন করে এর প্রতিক্রিয়াকে প্রতিহত করার জন্যে অতীব গঠনমূলক ও কার্যকর নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এ পুস্তকের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তা সত্বেও এদেশের কিছু লোক জন-সভায় রুশদীরকে 'কাদিয়ানী' বলে উল্লেখ করে জনগণকে আহ্‌মদীয়া জামা'-তের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা তাদেরকে এ কথাই বলবো এরূপ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং তা কখনও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র দৃষ্টি এড়াবে না — এ সহজ কথাটুকু যেন তারা ভুলে না যান। কুরআন পাকে আল্লাহ্ নিশ্চয় অনর্থক বলেন নি 'তারা কৌশল আঁটতেছিল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল আঁটতেছিলেন বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' (আনফাল : ৩১)

এ প্রসংগে যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, তা হলো ইসলামকে বিশ্বময় জয়যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিরামহীনভাবে 'কলমের' জেহাদ চালিয়ে যাওয়া। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) 'লেখনী সম্রাট' হিসেবে এরই শুভ সূচনা করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত তাই করে চলেছে। এ জেহাদকে অনেক বেশী ব্যাপক ও জোরদার করতে হবে যাতে 'রুশদীরা' এক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের কোন সাহসই না পায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' কর্মসূচীর বিশাল সাফল্য এবং সেই সংগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে 'সারা দুনিয়ার বৈরী ও বিরুদ্ধবাদী, কুফরী ফত্‌ওয়া-দানকারী এবং মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতি মুবাহালার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ-এর পরিণতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মৃত্যু এবং অন্যান্য ঘটনাবলীর ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ঐশী নিদর্শনের মোকাবেলা করতে না পেরে বিরুদ্ধবাদীগণ চতুর্দিকে নানাভাবে হৈ চৈ শুরু করার প্রয়াস পাচ্ছে। ইদানিং আমাদের দেশে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম — (বাংলাদেশ) আন্দোলন চালাচ্ছে যাতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যদেরকে সরকার অমুসলিম ঘোষণা করেন। এজন্য অর্থ এবং সময় ও শক্তি, সামর্থ্য

ব্যয় করতে কোনই কার্পণ্য করছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ এবং বৃহত্তর পটভূমিতে বিচারের দাবী রাখে। আজকে যাকে স্থানীয় মনে করা হচ্ছে এবং এর একটি দিকই দেখা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এটি আন্তর্জাতিক রূপ নিতে পারে। আমাদের মত দারিদ্র-পীড়িত উন্নয়নগামী দেশের ভবিষ্যতকে বিচ্ছিন্নতায় জর্জরিত করে আরো অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিতে পারে। কথা না বাড়ায়ে দেশবাসীর সামনে কতকগুলো প্রশ্ন রাখতে চাই যা এ আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এবং আরো কতকগুলো প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে, যেমন—

(১) কারো ধর্ম নির্দ্ধারণে সরকারকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া বা সরকারের পক্ষ থেকে তা নেয়া সঠিক ও কল্যাণবহ হবে কি না?

(২) সরকারের ঘোষণায় আল্লাহ্‌র কাছেও কোন ধর্মে বিশ্বাসী লোক ঐ ধর্মে অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে কি না এবং নিশ্চিতভাবে তা জানার পথ কি?

(৩) আজকে আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী ওঠেছে। কাল অন্য কোন দলকে অনুরূপ ঘোষণার দাবী উঠলে তখন কি করা হবে?

(৪) এরূপ দাবীর নেতিবাচক ও ইতিবাচক দু'টো দিক আছে। কালক্রমে হয়ত কোনটাকেই অবহেলা করা যাবে না। এখন দাবী উঠেছে ধর্ম (ইসলাম) হতে বহিষ্কারের অর্থাৎ নেতিবাচক দিকের। ইতিবাচক দিকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। যুক্তি জ্ঞান ও নিদর্শনের মাধ্যমে বুঝিয়ে সুজিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা খুবই কঠিন কাজ। তাই এতে পুণ্য প্রচুর। এতে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা ছাড়াও আচার আচরণের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এসব হতে অব্যাহতির লাভের জন্য—যদি অন্তর্ভুক্তির (ইতিবাচক) অর্থাৎ এমন দাবী উঠে যে ভিন্ন ধর্মের লোককে সরকারী আইন মারফত মুসলিম ঘোষণা করা হোক, তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? অন্য সব কথা বাদ দিলেও অনুরূপ ঘোষণায় অন্য ধর্মের লোক সত্যি সত্যিই ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে কি?

(৫) অনুরূপ আইন যদি বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠরা পাশ করতে থাকে তবে ধর্ম জগতের অবস্থা কি দাঁড়াবে? বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমাজেই বা এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে?

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় সত্যাসত্য নির্ধারণে আল্লাহ্‌তা'লা সংখ্যাধিক্যের কোনই গুরুত্ব দেননি। আরো উল্লেখ্য যে, চোখ বুজে বড় কিছু অঘটন ঘটালেই অন্যেরা দেখছে না এরূপ মনে করা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ বলে গণ্য হতে পারে না। দেশের সুস্থ বিবেকবুদ্ধির কাছে এসব বিষয় বিবেচনার আবেদন রেখে এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি।

ইহা অজানা নয় যে, পবিত্র ও শান্তিবাদী ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কখনও জোর-জবরদস্তি, অত্যাচার, অবিচার, ঘেরাও-জ্বালাও নীতির শিক্ষা দেন নাই। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেঃ "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" "ধর্মের ব্যাপারে কোন শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ" (সূরা বাকারাঃ ২৫৭)। "সেই ব্যক্তিই মুসলমান, যাহার হাত এবং জিহ্বা হইতে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরও বলেছেন, "যে কেহ আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবহ্ করা প্রাণীর গোশ্‌ত খায়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র যামীন রহিয়াছে এবং রসূলের যামীন রহিয়াছে; সুতরাং এই যামানতের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না।" (বুখারী ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাত, পৃঃ ৫৬)।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), যিনি স্বয়ং কিছু উগ্রপন্থী লোকদের বিরাগভাজন হয়ে 'কুফরী ফত্‌ওয়া' পান এবং পরিশেষে কারাবন্ধ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের আওতা হইতে বহিষ্কার করা যাইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই (সেই কলেমাকে) প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা না করে যাহার দ্বারা সে ঈমান আনিয়াছিল।" (কিতাবু মঈনিল হুক্কাম, ২০২ পৃঃ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে ৮৮ খানা পুস্তক লিখেছেন, ইসলাম-বিরোধীদের প্রতি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং সারা বিশ্বে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য খেলাফত-ভিত্তিক সংগঠন কায়েম করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন "আমার শিক্ষার সার হলোঃ ইসলামের পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" (ইজালায়ে আওহাম, পুস্তক)। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন — "ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ আমার আকীদা" — (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ—১০৩)।

তাই বিশ্বের শতাধিক দেশে বসবাসকারী আহ্‌মদী মুসলমানগণ শুধু মৌখিকভাবেই এই কলেমা মানে না বরং সেই সংগে এই কলেমার অন্তর্নিহিত শিক্ষা তথা আল্লাহ্‌তা'লার তওহীদ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের শ্রেষ্ঠতকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে, যুক্তি-জ্ঞান ও নিদর্শনের মাধ্যমে এবং সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান তথা খেলাফতের মাধ্যমে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই যাদেরকে পাকিস্তানে অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে এবং এদেশেও কোশেষ চলছে সে আহমদীয়া মুসলমানদের ইসলামী খেদমত সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করার জন্য অতি সংক্ষেপে কিছু বলছি। আহ্‌মদীয়া জামা'তের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১২০টি দেশে জামা'ত কায়েম হয়েছে। শুধু ১৯৮৭ সালে ৪১২টি নতুন জামা'ত, ১০৭টি নতুন মসজিদ, ১৭৫টি নতুন প্রচার মিশন স্থাপিত হয়েছে। ৫৯টি মসজিদ নির্মাণাধীন আছে। ১৯৩টি পুস্তক প্রদর্শনী হয়েছে। ২৬টি হাসপাতালে ২২১০০০

জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। ৫৪টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এবং ১০০টি ভাষায় কুরআনের আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি দেশে এক সপ্তাহে ৫৭৬৫ জন আহ্‌মদী জামা'তভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে আরো বেশী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতে বিষয় ভিত্তিক কুরআনের আংশিক তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণ কুরআন (টিকাসহ) শীঘ্র প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর লেখার উদ্ধৃতি প্রকাশনার পথে। এখানেও আমরা আল্লাহ্‌র বাণীরই উদ্ধৃতি দেবো। সূরা সফের ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে — এই লোকেরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ্ তাঁর নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত করবেন অবিশ্বাসীদের জন্যে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাদির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা জরুরী বিবেচনা করছি। বাংলাদেশে সাড়ে দশ কোটিরও বেশী লোকের বাস। এর তুলনায় আহ্‌মদীদের সংখ্যা অতি অল্প। তা ছাড়া আহ্‌মদীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। তাতে পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ, নিজস্বভাবে তালীম-তরবীয়াতের ব্যবস্থাদি করা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের ধর্ম গ্রন্থ কুরআন, রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদি ভিন্ন ভাষায় হওয়ায় বেশীর ভাগ আহ্‌মদী প্রত্যক্ষভাবে ওসব হতে ফায়দা ওঠাতে পারে ন। বাংলা ভাষায় তর্জমার মাধ্যমে তাদেরকে ওসবের সাথে পরিচিত হতে হয়। খলীফাগণের খুৎবার ব্যাপারেও একই কথা খাঁটে। খেলাফতের সদর কার্যালয় হতে দূরত্বের দরুনও অনুরূপ নানা সমস্যা রয়েছে। দেশের সাধারণ নিরক্ষরতা যে সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তন্মধ্যে আমাদের জন্য প্রধান হলো বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মোল্লারা মিথ্যা ও অপপ্রচারের সুবর্ণ সুযোগ পায়। কেননা জনগণ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পুস্তকাদি পড়তে পারে না। এ সুযোগকে তারা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে থাকে। দারিদ্রের চরম আক্রমণ দেশবাসী অন্যান্যদের সাথে আমাদের জন্যও জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে আছে। আদর্শ-ভিত্তিক দ্রুত ও ক্রমবর্দ্ধনশীল জামা'তের জন্য কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য প্রতিক্ষেত্রে প্রচুর যোগ্য লোকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া জামা'তের জন্য যোগ্য লোক সৃষ্টির সমস্যাও কম বড় নয়। একটি উদাহরণ দিলেই দরিদ্র ও কর্মী সংক্রান্ত সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকটা সহজ হবে। মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণকে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান উপাদান রূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। অপরদিকে এ সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তা এ গরীব জামা'তের পক্ষে বহন করা দুরূহ।

সমাধানের ব্যাপারে যে কথাটি গভীরভাবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে তা হলো সমস্যাতে আটকে থাকার জন্য এ জামা'তের জন্ম হয় নি। কুরআনের শিক্ষাই আমাদের আদর্শ ও পাথেয়। সূরা আলে-ইমরানের ১৪০নং আয়াতে বলা হয়েছে :

"তোমরা শিথিল হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।' বস্তুতঃ এই আয়াতের শেষাংশ — 'যদি তোমরা ঈমানদার হও' এর মাঝেই সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। এটি একটি শাশ্বত সত্য। আল্লাহ্‌র বাণী হতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমুন্নত বা বিজয়ী হওয়ার চাবিকাঠি কোন বস্তুগত শক্তি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি নয়, ধন-সম্পদ নয়, জড়বাদী কোন মতাদর্শও নয়, জাতীয়তাবাদী, ভৌগলিক অবস্থান বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকারী হওয়াই নয়। কুরআন সর্বশক্তিমান সর্ব জ্ঞানী আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমানকে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র পথ বলেছে। তবে এর দ্বারা কখনও ঈমান এনে বসে থাকা বুঝায় না। ঈমান দ্বারা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখ দ্বারা তা প্রকাশ করা এবং আমল দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাকেই বুঝায়।

প্রথমে বলা প্রয়োজন যে, সমস্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যত স্পষ্ট, গভীর ও ব্যাপক হবে সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন ততই বাস্তবমুখী হবে। অবশ্যই সমাধান নির্ভর করে সুসংগঠিত ও আন্তরিক প্রয়াশের উপরে। তবে তাই যথেষ্ট নয়। এ জামা'ত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাই সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র উপরে পরিপূর্ণ ভরসা রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এক বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর জামা'তকে তাই করতে হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত পুরুষ এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের সংগঠনের মাধ্যমেই তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। আমাদের বেলায় এর কোনই ব্যতিক্রম হতে পারে না। আল্লাহ্‌র উপর আমরা যতই নির্ভর করবো তাঁর সহায়তাও আমাদের জন্য ততই কার্যকর হবে, বিরোধীদের প্রচেষ্টা ততই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যত সমস্যাই থাক না কেন — আমরা আহ্‌মদীয়াতের বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। এ সুনিশ্চয়তার মূল উৎস হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর মারফত বিশ্বকে নানাভাবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন ঃ

'দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে তোমরা বুঝে নাও যে আমার প্রতিষ্ঠিত সিলসিলা আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত চারাবিশেষ। খোদাতা'লা কখনও ইহাকে বিনষ্ট করবেন না। ইহাকে পূর্ণতা দান না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না এবং সে চারাটিকে আল্লাহ্‌ই পরিচর্যা করবেন ও উহার চতুর্দিকে রক্ষাবেষ্টনী সংস্থাপিত করে আশ্চর্যজনকভাবে তরক্কি প্রদান করতে থাকবেন।" (আনজামে আথম ঃ ৬৪ পৃষ্ঠা)।

সময়ের সীমাহীন বেলাভূমিতে দৃপ্ত পদে শতবর্ষ অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় বিজয়ের শতাব্দীতে আমাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে আল্লাহ্‌র পথের পথিকগণকে বিজয়ের মহান তাৎপর্য উপলব্ধির আবেদন জানাচ্ছি। এ বিজয় কারও উপর প্রাধান্য বিস্তার বা কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। এ বিজয় শয়তানী শক্তিকে পরাভূত করে মানবতাকে অবক্ষয়ের রাহুমুক্ত করা। মানবতাকে পূর্ণতাদানের পথ নিষ্কণ্টক করা। বিচ্ছিন্নতার সব ব্যবধান দূর করে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করা, মানুষ ও পরিবেশের

সম্পর্ক সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণময় করা। সর্বোপরি স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে প্রেমের বাঁধনকে জীবন্ত করা। তাই এ বিজয়ের সূত্রপাত হয় প্রত্যেকের নিজের আত্মশোধনের তথা 'জেহাদে আকবরের' মাধ্যমে। আত্মশোধনে পরাভূত হলে আমাদের বিজয়ের ধ্বনি বৃথা আস্ফালনে পর্যবসিত হবে। বস্তুতঃ পাক কুরআনের ভাষায় 'পবিত্রকরণই' হলো এ বিজয়ের অস্ত্র এবং লক্ষ্যও। কথাটা অনুধাবন করা কঠিন নয়। আমরা যতই পবিত্র হবো শয়তান ততই পরাভূত হবে। আমাদের চিন্তা-চেতনায়, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে স্বাভাবিকভাবে ততই এর প্রতিফলন ঘটবে, সমাজে ততই এর প্রভাব পড়বে। তাতে বাধা-বিপত্তির পাহাড় চূর্ণ হতে থাকবে। মানুষের মাঝে পবিত্র হওয়ার প্রেরণা জাগবে ও ক্রমে তা প্রবল স্রোতের রূপ ধারণ করবে। এজন্য আমাদেরকে ব্যক্তি জীবন যেমন পরম তাক্‌ওয়ার সাথে কাটাতে হবে, সমষ্টি জীবনেও তেমনি সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে বাস্তবমুখী ও ব্যাপক করার জন্য ঐক্য-বোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য সৌহার্দ্যের সাথে চাই আনুগত্যের বিকাশ। ছিদ্রান্বেষী না হয়ে হতে হবে গুণগ্রাহী। সূরা বাকারার ১৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে, : 'যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নেক কাজ করে, তাহা হলে, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।'

প্রায়ই দেখা যায় যিনি গুণগ্রাহী হন তার কথাবার্তা হৃদয়-গ্রাহী হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের দ্বারা আমরা অন্যের মরমে যত আঁচড় কাটতে পারবো ততই সে ঐ শিক্ষা ও আদর্শকে তলিয়ে দেখতে উদ্বুদ্ধ হবে ও গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। প্রয়োজনে ভিন্ন আদর্শের সমালোচনা করতে হবে। তবে তাতেও মহব্বত এবং গুণগ্রাহিতার ছাপ থাকতে হবে। স্মরণীয় যে, ছিদ্রান্বেষীকে সবাই এড়িয়ে যেতে চান। প্রসংগত আপনাদের সমীপে অনুরোধ রাখবো যে, এই জলসার ব্যবস্থাপনায় সব দোষত্রুটি আপনারা ক্ষমা-সুন্দর অর্থাৎ গুণগ্রাহীর দৃষ্টিতেই দেখবেন। তবে দোষত্রুটি দুর করার জন্যে বাস্তবমুখী প্রস্তাব দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আমাদের পবিত্রকরণ প্রক্রিয়াকে স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য তালীম তরবীয়াত এবং তবলীগের জন্যে বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ ও নিরলসভাবে কার্যকর করতে হবে। এজন্যে আমাদের প্রত্যেককে বয়আতের শর্তসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। তাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্যও লাভ হবে। তা করতে হলে ওগুলোকে ঘন ঘন পাঠ করে গভীর ভাবে মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

তালীম-তরবীয়াত ও তবলীগের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য জীবন উৎসর্গকারী কর্মীদল চাই। আরো চাই যথাযথভাবে চাঁদা আদায়। কথা না বাড়ায়ে বলা যায় আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত জামা'ত আল্লাহ্‌র উপর সর্বাধিক ভরসা করে। কিন্তু ঐ ভরসাতেই বসে থাকে না। সর্বজ্ঞানী ও পরম কুশলী আল্লাহ্ চান তাঁর প্রিয় বান্দারাও সাধ্যমত চেষ্টা চরিত্র করুক। তাঁর প্রদত্ত অযাচিত শক্তি সামর্থ্য সুপথে ব্যবহার করুক। তিনি বান্দার শ্রমের ফলকে

বহু গুণে বাড়িয়ে দিতে চান। তাই আমাদেরকে সামগ্রিক ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই এগিয়ে যেতে হবে। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আহ্‌মদীয়া জামা'তের শতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস। আমরা যেন নিজেদের ইতিহাসের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে অবহেলিত না হই সে আরজই রাখছি আপনাদের দরবারে।

আমরা গত দু'বছরে যাদের হারিয়েছি তাঁদের সবার আত্মার মাগফেরাত এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি।

আবারও জলসা সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) লেখা হতে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বয়আত করার অর্থ হলো এই পার্থিব জগতের মোহ ও ভালোবাসা ত্যাগ করে শুধু খোদার সন্তুষ্টি কামনা করা। ..... এর জন্য প্রয়োজন সৎসংঙ্গ। সুতরাং ইহা আবশ্যক যে বছরে এমন একটি জলসা করা যায় তার মধ্যে সকল সুস্থ ও সামর্থ্য রাখে এমন ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া। বন্ধুগণ যেন শুধু খোদার কথা শুনার জন্য, দোয়ায় শামিল হবার জন্য আসে।

এই জলসায় তোমরা এমন রূহানী ও আধ্যাত্মিক তত্ব লাভ করবে যার দরুন তোমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের আধ্যাত্মিকতা দৃঢ় হবে। ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য দোয়ার সুযোগ ঘটবে যারা আমাদের থেকে দূরে আছে।

এক লাভ এইও হবে যে এই বছরে যে সকল ভাই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের সাথে পরিচয় হবে এবং নবগতরা তাদের পুরানো ভাইদের চিনবে। এর দ্বারা ভালোবাসা ও একতা বৃদ্ধি পাবে! যে ভাইয়েরা এই বছরে ইহকাল ত্যাগ করেছেন তাদের জন্য দোয়া করা হবে।

সকল ভাইকে একত্র করণ, তাদের অপরিচিতিকে দূর করা, তাদের ঝগড়া বিবাদ মিটানোর জন্য দোয়া করা হবে।

উপসংহারে সূরা বাকারার ১৫৪-৫৮ আয়াতের বাংলা তর্জমার উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের বক্তব্যের ইতি টানছি। আল্লাহ্ বলেন:—

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।'

এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার (মাধ্যমে) এবং ধন-সম্পদ, প্রাণ এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব: কিন্তু সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে, যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

যেসব গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে হেদায়াত প্রাপ্ত বলে গণ্য হওয়া যায় চলুন আমরা প্রত্যেকে ওসবের অধিকারী হই, সংকল্পে দৃঢ় হতে দৃঢ় হই এবং আল্লাহ্‌র দরবারে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবার সহায় হউন। যেন আমরা প্রকৃত ইসলামের সেবায় ও তাঁর কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করতে পারি। আমীন।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও দায়ী ইলাল্লাহ্‌র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

—আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এর শব্দিক অর্থ—আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান। পবিত্র কুরআনে রসূল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—ওয়াদায়ীয়ান ইলাল্লাহে বি ইযনিহী ওয়া সিরাজান মুনীরা (আহযাব, ৪৭ আয়াত) অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ)-কে দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) এবং সিরাজাম মুনীরা (উজ্জল সূর্য) বলা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে নবী করীম (সাঃ)-কে প্রদত্ত ঐশী খেতাবের নাম হল, দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং তাঁর কাজই হল, দাওয়াত ইলাল্লাহ বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা। নবী করীম (সাঃ) সমগ্র জীবন এই দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে গেছেন। কোন ভয়-ভীতি বা প্রলোভন তাঁকে এই মহান কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। তিনি বলেছেন, "আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র এনে দিলেও আমি সত্যের প্রচার থেকে বিরত হব না।"

পবিত্র কুরআন দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজকে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ বলে উল্লেখ করেছে। সূরা হা-মীম-সেজদায় আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করেছেন, —

ওয়ামান আহ্‌সানু কাওলাম মিম্মান দা'আ ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সালেহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলেমিন — অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে আমি আত্মসমর্পণকারী মুসলিম তার বাক্য অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্ট বাক্য আর কার হতে পারে? (৩৪ আয়াত)। দায়ী ইলাল্লাহ্‌র প্রচার এবং বাণীকে উৎকৃষ্ট বাণী বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ্। তাঁর বাণী ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বাণী। যারা তাঁকে অনুসরণ, অনুকরণ করে সত্যের প্রচার করবে তারাও দায়ী ইলাল্লাহ্‌র ঐশী খেতাবে ভূষিত হতে পারবে।

আহ্‌মদী জামা'তের চতুর্থ খলীফা সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৩ তে রাবওয়ার মসজিদে আকসায় উপরে উদ্ধৃত আয়াতটি পাঠ করে বলেন, "জগতে কোন না কোন লক্ষ্যবস্তুর দিকে যে সব লোক, আহ্বান করে থাকে তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির আহ্বানই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পসন্দনীয় এবং প্রসংশনীয় যে তার রবের দিকে আহ্বান করে থাকে।" এরপর তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ এর খুতবায় বলেন, "আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারী হওয়ার জন্য প্রথমে নিজেদের মধ্যে 'রাব্বুনাল্লাহ্' বলবার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে।" তিনি বলেন, আমি গত খুতবায় জামা'তকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্য তালকীন ও তাকিদ করেছিলাম। কুরআন করীম যেখানে দায়ী ইলাল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে সেখানে প্রথমে তার পটভূমিকাও বর্ণনা করেছে।" এরপর করাচীর মার্টিন রোড মসজিদে এক খুতবায় হুযূর আকদাস (আইঃ) সূরা হামীম

সেজদার উল্লেখিত আয়াত পাঠ করে বলেন, "আমি বিগত তিনটি খুতবায় জামা'তকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ করেছিলাম।..... কুরআন করীম আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীকে তার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত রাখে। ... ... আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সে আহ্বানও করে এবং নেক কাজও করে। ... ... কোন শত্রু যদি গালি দেয়, কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, সেই ক্ষেত্রে এই আয়াতের শিক্ষা হল এই, এর মোকাবেলায় তোমরা গাল মন্দ দিবে না, কুবাক্য ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন পাপ ও অনাচারের মোকাবেলা যেন সদা উৎকৃষ্ট বাক্য ও সর্বোত্তম কর্ম দ্বারা করা হয় (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩)। রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত ৯১তম সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত ও আহ্বান থেকে কোন ক্রমেই আমরা ক্ষান্ত থাকতে পারি না। আমাদের নিজেদের কোন ব্যাপারে ভয় নেই, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা নেই। আমাদের ভয়-ভীতি মানব জাতির জন্য। বিশেষ করে মুসলিম জাহানের জন্য।"

এমনিভাবে হুযূর আকদাস (আইঃ) সমগ্র জামা'তকে বার বার অকুতোভয় হয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। প্রতিটি আহ্‌মদীকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি ৬৫তম মজলিসে শোরায় বললেন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন আহ্‌মদী কোন প্রকারের ভয়-ভীতি নিজ অন্তরে স্থান দেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে দায়ী ইলাল্লাহ্ হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে সংকোচ বা দুর্বলতা দেখায় অথবা তাতে কমি করার প্রয়াস পায় সে প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে শির্‌ক ও গুণাহ্‌র ভাগী হবে এবং এমতাবস্থায় সে নেযামে খেলাফতের কল্যাণ ও বরকতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমুখতা প্রদর্শন করবে। তিনি বলেন, "আপনারা নিজেদের অন্তরে কখনো এরূপ দুর্বলতা আসতে দেবেন না বরং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র প্রতিটি অভিযানকে পূর্ণ উদ্যমে জারী রাখুন।" ৪ঠা মার্চ ১৯৮৩ এর খুতবায় বলেন, "তোমরা দায়ী ইলাল্লাহ্ হও, জগদ্বাসীকে তাদের রবের প্রতি আহ্বান জানাও।" কাদিয়ানের ৯৩তম সালানা জলসায় হুযূর যে পয়গাম প্রেরণ করেন তাতে তিনি বলেন, "আমার পয়গাম এই যে আহ্‌মদীয়াতের জ্যোতিকে প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিন। পরিশ্রম, গভীর আগ্রহ ও তন্ময়তার সাথে তবলীগের ফরয কর্তব্যটি পালন করুন। প্রত্যেক আহ্‌মদীই যেন কর্মতৎপর মোবাল্লেগে পরিণত হয়।" এমনিভাবে বার বার আমাদের প্রিয় খলীফা সমগ্র জামা'তকে দায়ী ইলাল্লাহ্ বা মোবাল্লেগ হওয়ার জন্যে জোর তাকিদ করতে থাকেন। জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই যাতে এই মহৎ কর্মে অংশ গ্রহণ করেন সেজন্যে নেযামে আহ্‌মদীয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আর এটিই হল সেই পুত পবিত্র দাওয়াত ইলাল্লাহ্ স্কীম।

(অবশিষ্টাংশ ২৯ এর পাতায় দেখুন)

আপনার পত্র পেলাম

একটি পত্রের জবাবে

আপনাদের পাক্ষিক আহ্‌মদী পড়লাম। একটা জিনিস আমি জানতে চাই আপনারা কাদিয়ানীরা "খাতামুল আম্বিয়া"র কি মানে করেন, কারণ Prophet Mohamad (sm:) পর আর কোন নবী বা Prophet আসতে পারে না। এবং এটা Sermon from Arafat (Hajul wida) এবং অন্য জায়গায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ শেষ নবী তাঁর পর আর কোন (নবী) আসতে পারে না এবং আসবে না।

Hazrat Mirza Golam Ahamad এর কি Claim ? কারণ according to Muslim religion Mujaddid আসতে পারে, কিন্তু নবী বা Prophet কখনই আসতে পারে না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও Clear Article এ জানালে বাধিত হব।

এস, আহমদ
৬১, দীননাথ সেন রোড,
ঢাকা-৪

জনাব এস, আহমদ সাহেব, আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনার উপরোক্ত পত্র পেয়ে আমরা খুব খুশী হয়েছি। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকায় আপনার মনে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক ভাবেই উদয় হয়েছে। আমাদের কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' আমরা নবী করীম (সাঃ)-কে 'খাতামান্নাবীঈন' বলে বিশ্বাস করি। বয়আত করার সময়ও আমাদের ইহা স্বীকার করতে হয় এবং আজীবন এই বিশ্বাস লালন করতে হয়। নবী করীম (সাঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন স্বীকার না করা কুফরী। আমরা আপনার কথার সাথে একমত যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে কখনোই (স্বতন্ত্র) নবী আসতে পারে না। তবে আমাদের বিশ্বাস সূরা নিসার ৭০ আয়াত অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে কেউ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে 'উম্মতি নবী' বলে আখ্যায়িত হতে পারেন। হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা তদনুরূপ অর্থাৎ 'উম্মতি নবী'—নতুন শরীয়াত ও নতুন কলেমা বিহীন। খতমে নবুওয়াতের এই ব্যাখ্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ বহু বুযুর্গানে উম্মত কর্তৃক সমর্থিত যার প্রমাণ আমাদের নিকট রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর নিজের ভাষ্য শুনুন :

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার আনুগত্য না করিতাম, অথচ পৃথিবীতে পর্বতসমূহের বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহম্মদীয় নবুওয়াত ব্যতিরেকে সকল নবুওয়াতের দুয়ার

বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়াত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য শরীয়াত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতি হন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া-২৬ পৃষ্ঠা)

ভাই আহমদ সাহেব, আপনি 'খাতামুল আম্বিয়ার' অর্থ জানতে চেয়েছেন। আমরা 'খাতামুল আম্বিয়ার অর্থ নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে থাকি। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত হাদীস দু'টির দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

فانک خاتم المهاجرین فی الهجرت کما ان خاتم النبیین فی النبوة

অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলেছিলেন—নবুওয়াতে আমি যেমন 'খাতামান্নাবীঈন' হিজরতে আপনি তদ্রূপ খাতামুল মুহাজেরীন (কনযুল উম্মাল)

انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء

অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং তুমি খাতামান আউলিয়া, হে আলী!' (তফসীর সাফী)

উপরোক্ত হাদীসের খাতামুল মুহাজেরীন এবং খাতামুল আওলিয়ার অর্থ কি কেউ শেষ মুহাজের এবং শেষ আওলিয়া করতে পারবেন। কেননা তাঁদের পরেও বহু মুহাজের এবং আউলিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মুহাজের এবং আওলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আহমদ সাহেব আপনি লিখেছেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আঁ-হযরত (সাঃ) নিজেকে 'শেষ নবী' বলেছেন। সম্ভবতঃ এটা আপনার শুনা কথা, বিদায় হজ্জের মূল বাণী আপনাকে পড়ে দেখার জন্যে অনুরোধ করছি তাহলে আপনার কথার যথার্থতা আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন।

আপনি লিখেছেন, মুসলমানদের মতে মুজাদ্দেদ আসতে পারে, নবী আসতে পারে না। এর কোন দলীল আপনার কাছে আছে কিনা জানা নেই তবে সাধারণভাবে সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, শেষ যুগে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কারের জন্যে ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হবেন এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে তাঁকে চার বার 'নবীউল্লাহ্' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের সংশোধনের জন্যে বনী ইসরাঈলী নবী আসতে পারে তাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবমাননা হয় না কিন্তু তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর গোলাম ও অনুসারী হয়ে কেউ উম্মতি নবী খেতাব লাভ করলে তাঁর অবমাননা হয় এ ব্যাপারে খোদা-ভীতির সাথে আপনাকে চিন্তা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার দৃষ্টি নিম্নে আরও একটি হাদীসের প্রতি আকর্ষণ করে আজকের মত শেষ করছি—"হযরত আনাস থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক একবার মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন; তুমি বনী ইসরাঈলদের জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আহমদ (সাঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে; সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন, আহ্‌মদ কে? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, হে মূসা! আমার ইয্‌যত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকেই সৃষ্টি করিনি। আমি

তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইয্‌যত ও গৌরবের শপথ! আমার সমস্ত মাখলু-কাতের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেন: হে আল্লাহ্ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন: সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মূসা (আঃ) পুনরায় আরয করলেন: তবে আমাকে সেই নবীর একজন উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন: তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।" (হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) প্রণীত নসরুত্‌তীব ফি যিক্‌রিন্নাবীঈন হাবীব (সাঃ) পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' এর ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীসটি সংকলিত করা হয়েছে। অনুবাদক—আলহাজ্জ মাওলানা আমিনুল ইসলাম এবং প্রকাশক—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)।

শ্রদ্ধেয় আহমদ সাহেব, উপরোক্ত হাদীসটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বিশেষভাবে বড় হরফের বাক্যটির দিকে নবুওয়াতের মসলা আপনার নিকট আশা করি বোধগম্য হবে।

ঢাকায় যখন থাকেন একবার আসুন না এই দারুত তবলীগে সামনা সামনি আলাপ করা যাবে। আপনার কুশল কামনা করি। খোদা হাফেয। ইতি

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
জামা'তে আহমদীয়ার এক নগণ্য সেবক

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্বেই বলেছি প্রকৃত দায়ী ইলাল্লাহ্ হলেন মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), আর এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ্ হলেন মহানবী (সাঃ)-এর বুরুয হযরত মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' বলেন, "যে যুগটির মধ্য দিয়ে আমরা চলছি এই যুগের মানুষ কোন কোন দিক দিয়ে বড়ই হতভাগ্য আবার কোন কোন দিক দিয়ে সৌভাগ্য-বানও বটে। সৌভাগ্যবান এজন্য যে, এই হল সেই যুগ যখন সেই দায়ী ইলাল্লাহ্ আবির্ভূত হয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আগমন করেছেন যার আগমন সংবাদ দিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (৯১তম সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)।" এই ভাষণে তিনি মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে মুনাদি ইলাল্লাহ্ এবং দায়ী ইলাল্লাহ্‌রূপে উল্লেখ করেছেন। এই খেতাব মসীহে মাওউদ (আঃ) লাভ করেছেন তাঁর গুরু ও নেতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিকাশ হিসেবে। আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিটি সদস্য এই গুণকে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করবে। কেননা তারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রকৃত রূপকে দর্শন করেছে তার মসীল ও বুরুযের মধ্যে।

আহ্‌মদী মুসলিম জামা'ত বর্তমানে ১২০টি দেশে কর্মরত আছে, কিন্তু আহ্‌মদী জামা'তের দায়িত্ব আরো ব্যাপক। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাবার দায়িত্ব প্রতিটি আহ্‌মদীর। আর এই দায়িত্ব পালন যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। অতএব জামাতের প্রতিটি সদস্য এবং সদস্যাকে দিনরাত দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি আহ্‌মদী যদি এই মহৎ ও মহীয়ান কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঐশী খেতাব "দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্" দ্বারা ভূষিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবেন।

আনসারুল্লাহ্ বার্তা

অতীত কথা কয়

(১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

সরফরাজ আব্দুস সাত্তার চৌধুরী

জনাব সোনা মিয়ার বক্তব্য শেষ হতে না হতেই দ্বিতীয় আরেকজন মাওলানা সাহেব বলতে লাগলেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এবং দাজ্জাল আসার কথা আছে। সেই ইয়া'জূজ, মা'জূজ এবং দাজ্জাল কোথায়? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে নিম্নের হাদীসটি পেশ করলেন: "দাজ্জালের ডান হাতে বেহেশ্‌ত এবং বাম হাতে দোযখ থাকবে। তার ডান চক্ষু কানা থাকবে, কপালে কাফ, ফে, রে, লিখা থাকবে, শিক্ষিত অশিক্ষিত মো'মেনগণ তা পাঠ করতে পারবে।" তদুত্তরে জনাব সোনা মিয়া শ্রোতামণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা ধৈর্যসহকারে আশা করি আমার বক্তব্য শুনবেন। কেননা, ইহার উত্তর দিতে হলে যদিও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তবুও আমি সংক্ষেপে দেব। পবিত্র কালামে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন:—'যারা ইহজগতে অন্ধ থাকবে, তারা পরজগতেও অন্ধ থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) এই আয়াতের মর্মার্থ এই নহে যে, মাতৃগর্ভ থেকে যারা অন্ধ অবস্থায় জন্ম লাভ করবে, পরজগতে তারাই অন্ধ থাকবে, বরং ইহার মর্মার্থ ইহাই যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান চক্ষু যাদের অন্ধ তারাই পরজগতে অন্ধ থাকবে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন: "বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রীয়ের অন্ধতা প্রকৃত অন্ধতা নহে, বরং মানস-নেত্রের অন্ধতাই প্রকৃত অন্ধতা"। (সূরা হজ্জ) হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর হাদীসকে নিয়ে মানস-নেত্রে যাচাই না করে যদি বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রীয়ে যাচাই করা হয়, তবে, এগুলি পরস্পর বিরোধী এবং কাল্পনিক ও উদ্ভট কেচ্ছা কাহিনী এবং গল্প গুজব বলে মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন, বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে হযরত রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, "বেহেশ্‌তের একশত দুয়ার আছে। যদি পৃথিবীসমূহ তাদের এক দুয়ারের ভিতর সমবেত হতো, তাহাই উহাদের পক্ষে যথেষ্ট হতো।" (তিরমিযী) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন: "বেহেশ্‌তের একশত দুয়ার আছে এবং প্রত্যেক দুয়ারের দূরত্ব একশত বৎসরের পথ।" (তিরমিযী) দোযখের বর্ণনায় হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, দোযখের এক পার্শ্বে এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হলে, তাহা নিম্নদিকে ৭০ বৎসর যাবত পর্যন্ত পড়তে থাকবে, কিন্তু তবুও ইহার তলদেশে পৌঁছিবে না। দোযখের দুই দুয়ারের দূরত্ব ৪০ বৎসরের সফরের দূরত্বের সমান।"

(মুসলিম) প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এত বিরাট যে, বেহেশ্‌ত এবং দোযখ, যা কি না কল্পনাও করা যায় না, সেই বেহেশত এবং দোযখ যার হাতে থাকবে, সে জিনিসটি জীবই হউক অথবা জানোয়ারই হউক, সেটি কত বড় এবং তার বাহন গাধাটাই বা কত বড় হবে। আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে তার একখানা পা রাখার মত স্থান হবে কি? হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস কখনও মিথ্যা নয়, কিন্তু এগুলিকে মানস-নেত্রে না দেখে বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রীয়ে দেখলেই তা পরস্পর বিরোধী এবং কল্প-কাহিনী বলে ধারণা হয়। ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে উপন্যাসের বস্তু হয়ে মুসলমান সমাজে যে, কিংবদন্তি প্রচলিত আছে আসলে তারা একটি জাতিরই বিভিন্ন শাখা বা গোত্র। ইহা প্রথমে ককেসাস পর্বতের উত্তর দিকস্থ ভূভাগে ও মাঞ্চুরিয়া এবং ইউরাল পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় বিভিন্ন গোত্র বা শাখায় বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি বসবাস করতো। তারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাতি ছিল। কুরআন করীমে এই দুর্ধর্ষ ও হামলাকারী জাতি ইয়া'জূজ মা'জূজ নামে আখ্যায়িত। ইংরাজীতে এদেরকে বলা হয় 'গগ' ও 'ম্যাগগ'। মোংগলদের আদিনাম ছিল 'মোগ'। এই 'মোগ থেকেই খৃঃ পূঃ ছয়শত বৎসর আগে গ্রীকগণ তাদেরকে 'মোগ' ও 'ম্যাগগ' নামে অভিহিত করতো। ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক নানা কারণে তারা বিভিন্ন গোত্র বা শাখায় বিভক্ত হয়ে কর্তব্যের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ইহারা মধ্য এশিয়ার হেসার জেলার দর্বান্দ শহরের নিকটবর্তী দুই পাহাড়ের মধ্য স্থান দিয়ে প্রবেশ করতঃ দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করতো। এদেরই উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত চীনের জগদ্বিখ্যাত সুবৃহৎ প্রাচীর এবং যুলকারনায়নের লৌহ প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, যুল-কারনায়নের সেই প্রাচীর আর বর্তমানে নেই; ইয়া'জূজ মা'জূজকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ইহারা পরে পূর্বদিকে মার্চিন ও পশ্চিম দিকে জার্মানী, ফ্রেন্স, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে প্রস্থান করে। তারাই বর্তমানে জার্মানী, ফ্রান্স, আরমানিয়ান ও ইউরোপের অন্যান্য জাতি। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইয়া'জূজ ও মা'জূজের বাইশটি শাখার মধ্যে যুলকার-নায়েন কর্তৃক একুশটি আবদ্ধ হয়েছিল। তুর্কিরা বাইরে ছিল। যেহেতু তাদেরকে বাইরে তরক করা হয়েছিল। এ জন্যেই তাদের নাম তুর্কি হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে যুলকারনায়নের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে যুলকারনায়ন নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি যে কোন্ দেশের অধিপতি ছিলেন স্পষ্টতঃ তার উল্লেখ না থাকলেও আভাসে কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যখন রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে তিনি সর্ব প্রথম তার রাজ্যের পশ্চিম দিকে বহির্গত হলেন, তখন এমন এক স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন সে স্থানে তার ধারণা হয়েছিল সে সূর্যাস্ত হচ্ছে যেন একটি কর্দমবর্ণ জলাশয়ে। তিনি সে দেশের অধিবাসীগণকে বশীভূত করেন। এবার তিনি তার রাজ্যের পূর্বদিকে বহির্গত হয়ে এমন এক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যেখানে তার মনে হয়েছিল যে, সে স্থান থেকেই সূর্য উদিত হচ্ছে। অতঃপর তিনি তার রাজ্যের উত্তর দিকে বের হয়ে এমন এক স্থানে এসে উপনীত হলেন, সে স্থানটি ছিল দুই পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত। সেই দেশের অধি-বাসীরা তার বশ্যতা স্বীকার করতঃ প্রার্থনা জানায় যে, ইয়া'জূজ ও মা'জূজেরা তাদেরকে বড়ই

উপদ্রব্য করছে। সুতরাং তিনি যদি দয়াপরবশ হয়ে উক্ত দুইটি পর্বতের মধ্যস্থলে একটি উর্চ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে দেন তবে খুবই উপকৃত হবে। তারা ইয়া'জূজ ও মা'জূজের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবে। যুলকারনায়ন তাদের কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ সেখানে একটি অত্যুচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে দেন এবং যাতে উহার উপরে উঠতে না পারে এবং ছিদ্র করতে সক্ষম না হয়, তজ্জন্য তার উপর গলিত ধাতু ঢেলে দিয়ে উহাকে শক্ত ও মজবুত করেন। যে তিনটি স্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে মাসিডনিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত অরচিডা হ্রদ, যার পানি কালো বর্ণ এবং যা মনাষ্টির থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আর উত্তর সীমান্তে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানটি হচ্ছে আজাব ও বিজান থেকে আরো উত্তরে মধ্য এশিয়ার হেসাব জেলার দাবিন্দ শহরের নিকট দুই পর্বতের মধ্যস্থান যা বাবুল হাদীদ বা লৌহ ফটক নামে খ্যাত। ইহা এখন রাশিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব সীমান্তে যেখান থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল, সেই স্থানটি ক্ষীরতার পর্বতের পশ্চিম অঞ্চল। উপরোক্ত দুই পর্বতের মধ্যস্থান দিয়েই ইয়া'জূজ ও মা'জূজেরা প্রবেশ করে দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালাতো। ইহাদেরই ভয়ে চীনের জগত বিখ্যাত প্রাচীর এবং যুলকায়-নায়নের লৌহ প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। অতিশয়োক্তি হিসাবে ইহাই যে আজ আরব্য উপ-ন্যাসের গল্প-গুজব ও কিচ্ছা কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (চলবে)

শতবার্ষিকী

গোলাম মহিউদ্দীন

বন্ধুগো মোর, ভ্রাতা সবে আজি জানাই আমন্ত্রণ,
হাতে হাত রাখি সব দুঃখ ঢাকি চল গড়ি বন্ধন;
অবকাশ আর নাহি কিছু বাকি
নিজেরে যেন আজ দেই না ফাঁকি
প্রাণ ভরা ভালবাসা বাসিতেই ঘুচে যাক ক্রন্দন।
কত লহু গেল বৃথায় ঝরিয়া কতই না ক্রন্দন,
ভ্রাতৃহন্তা মহাপাপ আসি
দৃঢ় বন্ধন দিয়ে গেল ধ্বসি
ইসলামের গৃহ নিঃস্ব করেছে ফতোয়ার হলাহল।
ইমাম মাহ্‌দীর ডাকে ভুলে যাব অতীতের সব যাতনা,
পুরানো দিনের গৌরব-গাঁথা
আবার জাগাবে নব সজীবতা
সফল হবেই, ধন্য হবেই আমাদের আরাধনা
শপথের আজ এসেছে দিন, মহামিলনের তীরে
মাহ্‌দীর হাতে হাত রাখি সবে
এস এস আজ এক হই তবে,
ঐ দেখ জাগে বিজয় সূর্য ধরণীর বুক চিড়ে।

খোদ্দামের কথা

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

(১) মোহতরম সদর মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া (রাবওয়া) বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ১৯৮৮-৮৯ইং সনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ১০ (দশ) জন জিলা কায়েদ ও ৪ (চার) জন বিভাগীয় কায়েদসহ গঠিত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ও বাংলাদেশ আতফালুল আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলার (কার্যকরী পরিষদ) সদয় অনুমোদন দান করেছেন :

(ক) খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলা ঃ

১।	নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ ও নাযেম এশায়াত	: জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
২।	ন্যাশনাল মোতামাদ	: জনাব কে, এম. মাহমুদুল হাসান
৩।	নাযেম মাল	: জনাব আজহার উদ্দীন খন্দকার
৪।	নাযেম তা'লীম	: জনাব আকবর আহমদ
৫।	নাযেম তরবীয়াত	: জনাব কে. এম. মাহবুবুল ইসলাম
৬।	নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ ও নাযেম ওমরে তোলাবা	: জনাব মোস্তাক আহমদ (হিমু)
৭।	নাযেম খেদমতে খালক	: জনাব তৌহিদুল হক
৮।	নাযেম ওয়াকারে আমল	: জনাব মিজানুর রহমান
৯।	নাযেম তজনীদ	: জনাব আফজাল হোসেন ভুইয়া
১০।	নাযেম উমুমী	: জনাব রফিক আহমদ
১১।	নাযেম সানয়াৎ ও তেজারত	: জনাব খায়রুল হক
১২।	নাযেম তাহরীকে জাদীদ	: জনাব শহিদুল ইসলাম
১৩।	নাযেম সেহেত ও জেসমানী	: জনাব কাওসার আহমদ
১৪।	মোহাসেব	: জনাব মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী
১৫।	কায়েদ ঢাকা মজলিস	: জনাব আবদুল মান্নান পিন্টু
১৬।	নায়েব নাযেম এশায়াত	: জনাব এহসান জোসেফ
১৭।	নায়েব নাযেম তরবীয়াত	: জনাব আহসান খান চৌধুরী
১৮।	নায়েব নাযেম উমুরে তোলাবা	: জনাব জাফর আহমদ
১৯।	নায়েব নাযেম উমুমী	: জনাব আবদুল আলিম খান চৌধুরী

স্নেহের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আল্লাহ্‌র ফযলে তোমরা মাহে রমযানের এই মহান আধ্যাত্মিক পরিবেশে সর্বাঙ্গীন কুশলেই আছ। মাহে রমযান আমাদের জন্যে বসন্তের কোকিল-ডাকা ফাগুন-বনে মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলের ন্যায় বেহেশ্‌তের স্নিগ্ধ সমিরণের হাতছানি নিয়ে আসে—আসে এই আহ্বান নিয়ে—তোমরা আস আধ্যাত্মিকতার এই ভরা জোৎস্নায় অবগাহন করে পূর্ণ জীবনালোকে উদ্ভাসিত হও। এগার মাসের সঞ্চিত ক্লেদ-কালিমা যুক্ত আধ্যাত্মিক অবয়বকে কর পরিস্রুত, নির্মল ও জ্যোতির্ময়। দীর্ঘ এক মাসের কঠোর সাধনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তোমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দেহকে দান কর পরিপুষ্টতা ও সজীবতা যাতে রমযানের শেষে শওয়ালের প্রথম উষালগ্নে তোমরা তনু-মনে অনুভব করতে পার ঈদের প্রকৃত সুখানুভূতি। রমযানের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সবাই যেন প্রকৃত ঈদের আনন্দ লাভ করতে পারি এই কামনা করি।

পরিশেষে তোমাদেরকে পবিত্র ঈদ এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নববর্ষের প্রেক্ষাপটে এই খুশীর ঈদ তোমাদের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক অনেক অনেক সুখ-শান্তি আর কল্যাণ।

আজকের আয়োজন তোমাদের জন্যে থাকছে ভাই আলী আনোয়ারের কয়েকটি প্রশ্ন এবং জবাব।

ইতি
'নানাভাই'

প্রশ্ন : বিবি হাওয়াকে কিভাবে তৈরী করা হয়েছিল?

উত্তর: প্রথম মানুষ আদমকে যেভাবে তৈরী করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই। অর্থাৎ উদ্ভিদের ন্যায় মাটি থেকে (সূরা নূহ: ১৮ আয়াত) তবে হাদীসে যেখানে বলা হয়েছে যে, বিবি হাওয়াকে পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে সেখানে নারী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ পাঁজরের হাড় খানা সব চাইতে বক্র এবং নারী-জাতির চরিত্রে বক্রতারই ছাপ রয়েছে অধিক।

প্রশ্ন : মালাউন শব্দের তাৎপর্য কি?

উত্তর: শব্দটি মালাউন নয় মালউন। মালউন অর্থ অভিশপ্ত। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ

(খ) বিভাগীয় কায়েদগণ

১। ঢাকা বিভাগ : জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক (ঢাকা)
২। চট্টগ্রাম বিভাগ : জনাব আবুল কাশেম ভুইয়া (কুমিল্লা)
৩। রাজশাহী বিভাগ : জনাব মাহমুদুল হাসান (রাজশাহী)
৪। খুলনা বিভাগ : জনাব আবদুল আযীয (খুলনা)

(গ) জিলা কায়েদগণ ঃ

১। ঢাকা, ফরিদপুর (ঢাকা সিটি ব্যতীত) : জনাব আবু তাহের ঢালী (নারায়ণগঞ্জ)
২। জামালপুর, টাংগাইল ও ময়মনসিংহ : জনাব জিল্লুর রহমান (কিশোরগঞ্জ)
৩। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী : জনাব নঈম তফভীজ (চট্টগ্রাম)
৪। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি, বাড়ীয়া : জনাব শফিউল আলম বরকত (বি, বাড়ীয়া)
৫। রংপুর, দিনাজপুর : জনাব নজিবুর রহমান (সৈয়দপুর)
৬। বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী : জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী (রাজশাহী)
৭। কুষ্টিয়া, যশোহর : জনাব মজিবুর রহমান (নাসেরাবাদ)
৮। খুলনা, বাগেরহাট : জনাব আবদুর রাজ্জাক (খুলনা)
৯। বরিশাল, পটুয়াখালী : জনাব লুৎফর রহমান (পটুয়াখালী)
১০। হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ : জনাব আবুল খায়ের (হবিগঞ্জ)

(ঘ) আতফালুল আহমদীয়ার মজলিস আমেলা ঃ

১। নাযেম আতফাল : জনাব মোহাম্মদ সেলিম খান
২। জেনারেল সেক্রেটারী : জনাব মারুফ আহমদ
৩। সেক্রেটারী মাল : জনাব মফিজুল ইসলাম স্বপন
৪। সেক্রেটারী তা'লিম : জনাব আকলাম উদ্দীন খন্দকার
৫। সেক্রেটারী তরবীয়াত : জনাব নজরুল ইসলাম
৬। সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ : জনাব মোহাম্মদ আহমদ তপু
৭। সেক্রেটারী সেহেত ও জেসমানী : জনাব জারিউল্লাহ সাদেক,
৮। সেক্রেটারী খেদমতে খালক : জনাব ইব্রাহীম হোসেন
৯। সেক্রেটারী ওয়াকারে আমল : জনাব নুরুল ইসলাম

স্বাক্ষর মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

(২) স্থানীয় মজলিসের কায়েদ, জেলা কায়েদ ও বিভাগীয় কায়েদগণকে অনতিবিলম্বে কায়েদের নামসহ নিজ নিজ মজলিসের (অধীনস্থ মজলিসসমূহের) বিস্তারিত ঠিকানা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর কে, এম, মাহমুদুল হাসান
ন্যাশনাল মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

আদমের জন্যে সেজদা কর — অমান্য করার ফলে ইবলীস মালউন বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

প্রশ্ন : ইবলীসের আয়ুষ্কাল কত বছর ?

উত্তরঃ প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর সময়ের ইবলীস নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট জীবন-সীমা লাভ করেছিল যার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই তবে যুগে যুগে ইবলীসের প্রতিভূরা কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘজীবি হবে এতে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন : কিভাবে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর উদ্ভব হইল ? (পূর্বেতো সব ভাষা-ভাষীর পূর্ব-পুরুষগণ একই তাবুর নীচে বাস করতেন)।

উত্তরঃ যেভাবে তাদের গড়ন, গায়ের রং ও স্বভাবে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে সব ভাষা-ভাষী পূর্ব-পুরুষগণ একই তাবুর নীচে বাস করতেন বলে আমার জানা নেই। তুমি কিভাবে জানতে পারলে জানালে খুশী হবো, মনে হয় তুমি তাদের দলে ছিলে, তাই না ?

(৩৮ পৃঃ পর প্রতিবাদ-এর অবশিষ্টাংশ)

বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমদের এই অংগীকার থাকা সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—"নিশ্চয়ই আমরা এই যিকরকে (কুরআনকে) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহাকে রক্ষা করিব" (সূরা আল হিজর, ২য় রুকূ)

আহ্‌মদী মুসলমানগণ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার উপরোক্ত ওয়াদানুসারে কোন মানুষ ইহাকে বিকৃতি করে প্রচার করতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা কাউকে এই সুযোগ দিবেন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার নামে কথা জাল করে অথবা তাঁহার নির্দেশ ও নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, তাহার অপেক্ষা বড় যালেম কে আছে ? নিশ্চয় এরূপ যালেম কখনও কৃতকার্য হয় না।" (সূরা আনআম, ৩য় রুকূ)

১৮৮৯ থেকে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত এই একশত বছরে ১২০টি দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রসারিত হয়েছে। হাজার হাজার মিশন, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে এই জামা'ত ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে যদি না হতো তাহলে এত বিপুল সফলতা ও সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। কোন মিথ্যা জামা'ত এ রকম করতে পারে না।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল সেক্রেটারী ইসলাহ্‌-ও-ইরশাদ

প্রতিবাদ

ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে কোন কোন মহল প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তকের লেখক কুখ্যাত সালমান রুশদী আহ্‌মদীয়া জামা'তভুক্ত লোক। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার। **আমরা খোদাকে সাক্ষী রেখে দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছি যে, সালমান রুশদী আহ্‌মদীয়া জামা'তভুক্ত নয়।** মিথ্যা বলা কুরআন পাকের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। অপরদিকে সত্য বলা ও ইহার প্রচার ইসলামে মো'মেনের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআন পাক, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পবিত্র বিবিগণ ও কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনার কারণেই সালমান রুশদী নিজেই শয়তানরূপে চিত্রিত হচ্ছে। যারা তার লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাকে 'কাদিয়ানী' বলে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে তাদের দ্বারা সত্য প্রিয় ইসলামের কতটুকু সেবা হচ্ছে তা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'তের নেতা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইয়াদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয) উক্ত কুখ্যাত সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে রুশদী ও তার পৃষ্ঠপোষকগণের হৃদয় বিদারক কাজের জন্য বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রদান করেছে তা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৯ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ "কাদিয়ানীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান" শীর্ষক সংবাদের প্রতি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে 'রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা আল-মুকাররমা'র ফেকাহ পরিষদ কাদিয়ানীদের দ্বারা ফরাসী ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআন শরীফের একখানি তাফসীর অধ্যয়ন করে দেখেছে যে ইহা ভুল-ত্রুটি এবং বিকৃতিতে ভরপুর। কাদিয়ানীরা তাদের নিজেদের ভাবধারায় রচিত এই কুরআন শরীফ আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় বিনামূল্যে বিতরণ করছে। ... তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তৎপরতা চালিয়ে জার্মান, ইংরেজী ও কুরিয়ান ভাষায় কুরআনের বিকৃতি অনুবাদ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। ... ...রাবেতা আলমে ইসলামী সকল মুসলমানদেরকে এই গোমরাহ/ভণ্ড জামা'ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা, উপায় ও উপাদান দিয়ে এদের প্রকৃত রহস্য দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে'।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া উক্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিচ্ছে : আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিপ্রিয় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের শিক্ষার পরিপন্থী উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে তিনি ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎকালীন সময়ে খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ যেভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করে, তার মোকাবেলায় তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে অমূল্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় প্রায় ৮৮ খানা ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন। যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে যায়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর 'আইয়ামুস সুলেহ' পুস্তকে বলেন "যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং সাইয়েদানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল ও খাতামান্নাবীয়ীন। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি যে, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়াত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ-করণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকে বলেন—"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াত কারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহান গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

তিনি 'আইয়ামুস সুলেহ' পুস্তকে আরো বলেন—"যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের

(অবশিষ্টাংশ ৩৬ পৃঃ দেখুন)

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পত্রের কিছু অংশ :

বিভিন্ন জামা'তের কাছে বা ব্যক্তির কাছে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রদত্ত পত্রের মধ্যে কিছু মূল্যবান নসীহত বা উপদেশ থাকে, যা সকলের জন্যই প্রযোজ্য। সকল আহ্‌মদী ভাইদের উপকারের জন্য সেগুলির উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) চট্টগ্রামের আমীর সাহেবকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী লিখিত পত্র হইতে : "চট্টগ্রাম একটি অতীব সম্ভাবনাময় জামা'ত। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে বিকশিত করার জন্য আনসার, খোদ্দাম, আতফালই শুধু নয়, লাজনা, নাসেরাত সবাইকে তালীম, তরবীয়ৎ ও তবলীগে (তিন 'ত') তৎপর হতে হবে। নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন ক্রমাগত দৃঢ়তর করতে হবে। আর এজন্য সব ভুল বুঝাবুঝি ও লেন-দেন সব মিট মাট করে দিতে হবে। যারা স্বতঃস্ফূর্ত এ সব ব্যাপারে মীমাংসা করতে এগিয়ে আসবেন এবং যারা মধ্যস্থতা মীমাংসা করবেন তাদের জন্য আমরা খাস ভাবে দোয়া করবো এবং হুযূর (আইঃ)-কে দোয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাবো।"

(২) খন্দকার ফারূক আহমদকে লিখা চিঠি হতে :- "আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের যাকে যে মেধা দিয়েছেন, তা সাধ্যমত বিকশিত করতে ও কাজে লাগাতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সে প্রচেষ্টা যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে সফল হয়, সে উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে নিজের জন্যে দোয়া করতে হবে।... নিজের দায়িত্ব পালন না করে অপরের কাছে দোয়া চাওয়া ঠিক হবে না। যার কাছে দোয়া চাইবে, তার জন্যেও দোয়া করা উচিত।

ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের নীতি ও লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুনীতি মানিয়া চলার ও দুর্নীতি দমনের নিরন্তর প্রয়াস চালানো। মানুষকে পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হলো আমাদের কাজ। বর্তমানে রাজনৈতিক নির্বাচনে এই পবিত্রকরণ প্রক্রিয়াকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, তাতে আহ্‌মদীদের নির্বাচনী-প্রচারণায় অংশ গ্রহণ না করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পুনর্বাসন দ্বারা 'নূতন যমীন' গড়ার যে সুমহান দায়িত্ব আল্লাহ্ আহ্‌মদীয়া জামা'-তের উপর অর্পণ করেছেন, বর্তমান কালের নির্বাচন ও প্রচার কর্মকাণ্ড সেই মহান দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই আমার মনে হয়।

দোয়া করি, দোয়া চাই
দোয়ার তুল্য কিছু নাই"

এস, এস, সি, পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছে। আমীর সাহেব সকল পরীক্ষার্থীর জন্য দোয়া করেছেন যেন প্রত্যেকেই ভালভাবে উত্তীর্ণ হয় এবং দীনের খাদেমে পরিণত হয়।

মকবুল আহমদ খান

মাতৃভাষা

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) মাতৃভাষায় দোয়া করতে এবং খুতবা দিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বাংলা সম্বন্ধে তাঁর একটি ঐশীবাণী হল, 'বাঙ্গালীদের মনোরঞ্জন করা হবে' (তাযকেরা)। নানাভাবে এটি পূর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রহিত হয়ে, বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়ে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্য দিয়েও এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। ঐশীবাণীতে বর্ণিত 'বাংলা' শব্দটি কিয়ামতকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এখন আর এটিকে কখনও মুছে দেয়া যাবে না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর পরই আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কয়েকটি নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা দান করেছিলেন, তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেছিলেন, মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক, এসম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যেন উর্দু'কে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে কিন্তু এটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা ওখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার জন্য এক বিশেষ ভালবাসা রয়েছে (মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ কৃত তারিখে আহ্‌মদীয়াত, আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ইং থেকে উদ্ধৃত) যুগের মহামানবের এই দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে সত্য হয়েছে তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এমন এক সময় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যখন এ ব্যাপারে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে মার্চ্চ মাসে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, "উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। তৎপর গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৫২ সালে ঢাকা এসে বললেন, উর্দু ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে। সেই থেকে শুরু হল ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালীরা বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করল যে, তারা মাতৃভাষাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এই ভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

বিবাহের এলান

গত ৩/৪/৮৯ইং তারিখ রোজ সোমবার জাতীয় জলসার শেষ দিনে মরহুম মৌলভী মনোয়ার আলী সাহেবের নাতনী আহমদ নগর নিবাসী জনাব ইসমাঈল দেওয়ান সাহেবের ৪র্থ কন্যা মিসেস মোমেনা খাতুনের সহিত তেবাড়ীয়া নাটোর নিবাসী জনাব হামজা আমীর আলী সাহেবের ১ম পুত্র মাসুদ আহমদ রফিকের ৭০০১/=টাকা মোহরানায় বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী। উক্ত বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করছি।

সংবাদ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯) উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৬৫তম সালানা জলসা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব ভাষণ দিচ্ছেন
ছবি: শাহ আলম মাওলা চৌধুরী

৩১শে মার্চ—৩রা এপ্রিল '৮৯ আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪ দিন ব্যাপী ৬৫তম সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলন) অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ঢাকায় ৪নং বকশী বাজার রোড, দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে—আল্‌-হামদুলিল্লাহ্‌।

জলসায় উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব সভাপতিত্ব করেন।

৩১শে মার্চ শুক্রবার সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় উদ্বোধনী ভাষণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, সর্বশক্তি ও করুণার অফুরন্ত উৎস আল্লাহ্‌র দরবারে লাখ লাখ শোকরিয়া। তিনি উপস্থিত সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং বাংলাদেশের সব ভাই-বোন ও আহ্‌মদী-দের আন্তরিক শুভ কামনা করেন।

আমীর সাহেব বলেন, এবারের সালানা জলসাকে পূর্বেকার জলসার দৃষ্টিতে দেখা সঠিক হবে না। কারণ এক দিকে এটি যেমন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৬৫তম সালানা জলসা, অপর দিকে এটি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তরণের প্রথম জলসাও। এই জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে এটিকে আহ্‌মদীয়া মুসলমান-দের শতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য সংকল্পে বলীয়ান হওয়ার সম্মেলন বলেও তিনি আখ্যায়িত করেন।

অন্যান্য অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য়, জনাব গোলাম আহমদ খান, আমীর চট্টগ্রাম জামা'ত, জনাব সালেহ উদ্দীন চৌধুরী, আমীর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'ত, জনাব হেলালউদ্দীন আহমদ, আমীর, নারায়ণগঞ্জ জামা'ত এবং জনাব শেখ সফরুদ্দীন, প্রেসিডেন্ট, সুন্দরবন জামা'ত।

ন্যাশনাল আমীর সাহেব, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর পুস্তক 'দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস' সংক্রান্তের কথা উল্লেখ করেন। স্যাটানিক ভার্সেস-এর লেখক এই পুস্তকের মাধ্যমে শয়তানীর যে খেলা খেলেছে তদ্বারা তার বিখ্যাত হওয়ার সব স্বপ্ন শুধু ধুলিসাৎই হয়নি, বরং চূড়ান্তভাবে তা তাকে কুখ্যাত করে ছেড়েছে। বাক্ স্বাধীনতার নামে যারা 'স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তকের জোর সমর্থন জোগাচ্ছে তাদের উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের স্বাধীনতার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক জীব বিধায় মানুষের বাক, কর্ম ইত্যাদি সব স্বাধীনতাতেই সংযম, সমঝোতা ও কল্যাণের পরশ থাকতে হবে, থাকতে হবে পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ববোধের তাগিদেই মানুষ প্রকৃতির ডাকে যেখানে সেখানে সাড়া দেয় না। বাক্ স্বাধীনতা কখনও মিথ্যা বলার স্বাধীনতা হতে পারে না, পারে না তা কখনও ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হাসি ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত করতে।

তিনি আরো বলেন, নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) পুস্তকটির নিন্দা করেন এবং এ পুস্তকের পিছনে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে ষড়যন্ত্র কাজ করছে তা বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটন করে এর প্রতিক্রিয়াকে প্রতিহত করার জন্যে অতীব গঠনমূলক ও কার্যকর নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এ পুস্তকের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করেছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তা সত্বেও এদেশের কিছু লোক সংবাদপত্রে ও জনসভায় রুশদীকে 'কাদিয়ানী বলে উল্লেখ করে জনগণকে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা তাদেরকে এ কথাই বলবো — এরূপ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং তা কখনো সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র দৃষ্টি এড়াবে না — এ সহজ কথাটুকু যেন তারা ভুলে না যান।

এ প্রসংগে আমীর সাহেব বলেন, যে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে, তা হলো ইসলামকে বিশ্বময় জয়যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিরামহীনভাবে 'কলমের' জেহাদ চালিয়ে যাওয়া। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) 'লেখনী সম্রাট' হিসাবে এরই শুভ সূচনা করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তই সেই জেহাদ করছে। এ জেহাদকে অনেক বেশী ব্যাপক ও জোরদার করতে হবে যাতে 'রুশদীরা' এক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের কোন সাহসই না পায়।

মোহতরম মোস্তফা আলী সাহেব, বাংলাদেশে আহ্‌মদীদেরকে 'অমুসলিম ঘোষণার দাবী প্রসংগে বলেন এবং প্রশ্ন রাখেন যে :—

১। কারো ধর্ম নির্ধারণে সরকারকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া বা সরকারের পক্ষ থেকে তা নেয়া সঠিক ও কল্যাণবহ হবে কি ?

২। সরকারের ঘোষণায় আল্লাহ্‌র কাছেও কোন ধর্মে বিশ্বাসী লোক ঐ ধর্মে অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে কি এবং নিশ্চিতভাবে তা জানার পথ কি ?

৩। আজকে আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী উঠেছে, কাল অন্য কোন দল বা ফেরকাকে অনুরূপ ঘোষণার দাবী উঠলে তখন কি করা হবে ?

৪। এরূপ দাবীর নেতিবাচক ও ইতিবাচক দু'টো দিক আছে। কালক্রমে হয়তো কোনটাকেই অবহেলা করা যাবে না। এখন দাবী উঠেছে ধর্ম (ইসলাম) হতে বহিস্কারের অর্থাৎ নেতিবাচক দিকের। ইতিবাচক দিকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। যুক্তি-জ্ঞান ও নিদর্শনের মাধ্যমে বুঝিয়ে সুজিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা খুবই কঠিন কাজ। তাই এতে পুণ্য প্রচুর। এতে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য ও নিষ্ঠা ছাড়াও আচার আচরণের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এসব হতে অব্যাহতির জন্য—যদি ধর্মে অন্তর্ভুক্তির (ইতিবাচক) অর্থাৎ এমন দাবী উঠে যে ভিন্ন ধর্মের লোককে সরকারী আইন মারফত মুসলিম ঘোষণা করা হোক, তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে ? অন্য সব কথা বাদ দিলেও অনুরূপ ঘোষণায় অন্য ধর্মের লোক সত্যি সত্যিই ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে কি ?

৫। অনুরূপ আইন যদি বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাশ করতে থাকে তবে ধর্ম জগতের অবস্থা কি দাঁড়াবে ? বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমাজেই বা এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ?

৬। ইসলামের শিক্ষা কি এই যে, যারা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিবে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাদের অমুসলমান বানাবার দাবী করতে হবে ?

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণের পূর্বে জলসার শুরুতে সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। জনাব কাওসার আহমদ নযম পাঠ করার পর হুযুর (আইঃ)-এর আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম জুমআর খুতবা ক্যাসেটের মাধ্যমে শুনানো হয়।

জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী জলসায় আগত সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সদর মুরব্বী মাওলানা বশিরুর রহমান 'শানে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'র বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভুইয়া।

বিকাল ২-৩০মিঃ জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেয সেকান্দার আলী। জনাব এস, এম, রহমতুল্লাহ নযম পাঠ

করেন। সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ 'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনকাল' বিষয়ে ঈমান বর্ধক আলোচনা করেন। 'খৃষ্ট-ধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা' শীর্ষক বিষয়ে অধ্যাপক আমীর হোসেন তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনে জনাব নুরুল হক একটি নযম পাঠ করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমীর জনাব সালাউদ্দিন চৌধুরী ও আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ দাওয়াত ইল্লাল্লাহ' বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক আলোচনা করেন। 'ওহী-ইলহাম প্রাপ্তি সংক্রান্ত আপত্তির খণ্ডন করে অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান কুরআন হাদীস থেকে উদাহরণ দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সদর মুরব্বী মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) 'সুলতানুল কলম' শীর্ষক বিষয়ে বিশদভাবে বক্তব্য রাখেন। মরকযের প্রতিনিধি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের একশত বছর বিষয়ে এপর্যন্ত অর্জিত সাফল্য এবং আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির এক ঐতিহাসিক চিত্র সমবেত আহ্‌মদীদের সামনে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন।

বা-জামাত মাগরেব ও এশা নামাযের পর ৫ জন ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করেন এবং হৃদয়গ্রাহী প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহ্‌মদী এবং অ-আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। মোহতরম দোস্ত মোহাম্মদ সাহেদ সাহেব সবগুলি প্রশ্নের খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় উত্তর প্রদান করেন। সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব অনুবাদে তাঁকে সহায়তা করেন। উল্লেখ্য প্রত্যেকদিন বাদ মাগরেব-এশা অনুরূপভাবে বয়আত গ্রহণ, বিবাহ এবং পরে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১লা এপ্রিল, শনিবার সকাল ৮-৩০ হতে ১০-৩০ টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে মরকযের প্রতিনিধি দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ন্যশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে বিভাগীয় কায়েদগণ তাদের বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করেন। এর মধ্যে জনাব মাহমুদুল হাসান, ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ, জনাব আবদুর রব, রাজশাহী বিভাগীয় কায়েদ ও জনাব আবুল কাশেম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ অন্যতম। সভাপতির ভাষণে ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী খোদ্দামদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদেরকে সকল কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

সকাল ১০-৩০ টা থেকে দুপুর ১২-৪৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশন দুই পর্বে বিভক্ত হয়। ১। সাধারণ এবং ২। নাযেমে আলার নির্বাচন। প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র

নাযেমে আলা ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন পাঠের পর আহাদ পাঠ, ও নযম পাঠের পর মোতামাদ উমুমী খাকসার ১৯৮৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করে শুনায় এবং জনাব কাশেম আলী খান, মোতামাদ মাল ১৯৮৮ সনের আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই অধিবেশনে মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জনাব এ, কে, রেজাউল করিম, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ। খাকসার নাযেমে আলার নির্বাচন-এর নিয়মাবলী ও ভোটার তালিকা পড়ে শুনায়। নাযেমে আলার নির্বাচনের পর মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব সভাপতির ভাষণ দেন। আহাদ ও দোয়ার পর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

শনিবার, ১লা এপ্রিল বিকাল ২-৩০ হতে সন্ধ্যা ৬-১৫ পর্যন্ত চতুর্থ অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের, জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ নযম পাঠ করেন, 'সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীয়ী (সাঃ)-এর ধৈর্য, দৃঢ়তা ও তবলীগ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম। মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত, মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' ডাঃ তারেক সাইফুল ইসলাম 'ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা', জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ, আমীর, নারায়ণগঞ্জ জামা'ত, 'দাওয়াত ইল্লাল্লাহ'র বাস্তব অভিজ্ঞতা', জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর ওফাত সংক্রান্ত একটি আপত্তি খণ্ডন' শীর্ষক বিষয়ের উপর পবিত্র কুরআন হাদীস এবং ইতিহাস থেকে ঘটনা উদাহরণ দিয়ে তেজদীপ্ত বক্তব্য রাখেন।

রবিবার ২রা এপ্রিল, সকাল ৮-৩০ হতে ১২-৩০ পর্যন্ত পঞ্চম অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ শরীফ, ফারসী নযম পাঠ করেন চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেব। সদর মুরব্বী মাওলানা ফারুক আহ্‌মদ শাহেদ, 'এতায়াতে নেযাম', ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, 'ইসলামে নারীর মর্যাদা', জনাব এ, কে, রেজাউল করীম, 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত, চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর গোলাম আহমদ খান 'যিকরে হাবিব', নযম পাঠ করেন জনাব নুর-এ-ইলাহী, সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ' মোবাহালা কি ও কেন', তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আহমদ আলী 'দাওয়াত ইলাল্লাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা, আহ্‌মদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আপত্তি খণ্ডন, মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন।

বিকাল ২-৩০ হতে সন্ধ্যা ৬-৩০ পর্যন্ত ষষ্ঠ অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ, আরবী কাসিদা থেকে পাঠ করে শুনান মাওলানা সালেহ আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া 'বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত সংস্কারক' জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী, 'তাহরীকাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ), জনাব শেখ জোনাব আলী মাষ্টার 'পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ', অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান 'আহ্‌মদীয়া জামা'ত ও ইসলামের বিশ্ব বিজয়',

খুলনা জামা'তের জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা', জনাব নজির আহমদ ভূইয়া, আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইংরেজদের তাবেদারী সংক্রান্ত আপত্তির খণ্ডন', মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, মুকামে খতমে নবুয়াত' শীর্ষক বিষয়গুলির উপর বক্তাগণ দিল আফরোজ ভাষণ দান করেন।

সোমবার ৩রা এপ্রিল সকাল ৮-৩০ হতে ১২-৩০ পর্যন্ত সপ্তম অধিবেশনে জনাব শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ কুরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব মাজহারুল হক নযম পাঠ করেন। আলহাজ্ব তবারক আলী 'উসওয়ায়ে হাসানা', মাওলানা সৈয়দ এজায আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরব্বী) 'দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মা'জুজের ফেৎনা হতে পরিত্রাণের উপায়', মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ 'বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত, জনাব হাবিবুর রহমান (মিলন) 'ইসলাম ও বিশ্বশান্তি', জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার, প্রেসিডেন্ট রাজশাহী জামা'ত 'দাওয়াত ইলাল্লাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা', অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী 'বিশ্বব্যাপী আযাব ও উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়', আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী একটি আপত্তির খণ্ডন বিষয়ের উপর যুক্তি ও ঐশী নিদর্শনের ঘটনাসহ ঈমান বর্ধক ভাষণ দান করেন।

বিকাল ২-৩০ সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্যন্ত সমাপ্তি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ কুরআন তেলাওয়াত করেন। জনাব ইব্রায়েতুল হাসান, নযম পাঠ করেন। মাওলানা সালেহ্ আহমদ 'নেযামে খেলাফত', জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আমীর ঢাকা জামা'ত 'ইসলামের জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অবদান' জনাব মকবুল আহমদ খান, 'জেহাদ সংক্রান্ত আপত্তির খণ্ডন ; মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ 'আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা ; আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' প্রোগ্রামের গুরুত্ব শীর্ষক বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, তথ্য বহুল ঈমান উদ্দীপক ঐশী নিদর্শনের ঘটনা বর্ণনা করে আলোচনা করেন।

জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব শামসুর রহমান, জলসার কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এছাড়া উপস্থিত প্রতিনিধি, খোদ্দাম, আতফাল, আনসার সকলকে ধন্যবাদ জানান। যে ভাইয়েরা তাদের সন্তানদের জন্য জলসায় আকিকা প্রদান করেন তাদের নাম বলেন এবং দোয়ার জন্য আবেদন জানান।

সমাপণী ভাষণে মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বলেন—ইসলামের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে মানব মনে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করা, যার ফলে সমাজে, রাষ্ট্রে ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। যারা কোন মঙ্গলজনক আদর্শ প্রচার করতে চায় তারা যেন কোন প্রকারের জোর জবরদস্তি না করেন। প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা, সহানুভূতি ও বিনয়ই একমাত্র অস্ত্র যদ্বারা নবী-রসূলগণ আবহমানকাল ধরে মানবের মনে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

তিনি বলেন, এই যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) লেখনী সম্রাট হয়ে এসেছেন, বর্তমান যুগে কলমের দ্বারা যেভাবে জগতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবক্ষয় সম্পর্কে বিশ্বের সকল জ্ঞানী গুণীই আশংকীত। এই মহামারী থেকে উদ্ধারের কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর

গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে এই যুগে পাঠিয়ে মানবতাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দুনিয়াকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় থেকে বাঁচার জন্যে ও আল্লাহ্-প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করার জন্যে আরবী, পার্শী ও উর্দু ভাষায় ৮৮ খানা ইসলামী অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন যার প্রতিটিতেই মানুষকে পবিত্র করণের শক্তি নিহিত আছে।

তিনি আরো বলেন, পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিগুলি এবং অন্যান্যরাও যে সকল যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে অপরিমেয় অর্থ ব্যয় করছে তাতে জগতের দারিদ্র ও অশান্তি বহু গুণে বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধ সংগঠিত না হলেও এই অপূরণীয় ক্ষতি মানব জাতিকে বহন করতে হচ্ছে। যুদ্ধ অহরহ কোথায় ও না কোথাও হচ্ছে। যদি বিশ্ব-যুদ্ধ সংগঠিত হয় তাহলে আজকের মানব সভ্যতার অবস্থা কি দাঁড়াবে?

ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা মানব জাতিকে এরূপ ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষার জন্য চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী আসবেন এবং তিনি যুদ্ধকে রহিত করবেন (আল-হাদীস) যুদ্ধের ভয়াবহ অকল্যাণ হতে বাঁচতে হলে আজকে আমাদেরকে ইসলামের মহান শিক্ষার এই বিষয়ের দিকে মানবমণ্ডলীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে। তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন পৃথিবীবাসীকে জানাতে হবে যুদ্ধ দ্বারা শান্তি আসতে পারে না।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আরো বলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে মানবতার কল্যাণে যে সকল বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে তা কোন বড় বড় শহরে নির্ধারিত হয়নি — হয়েছে পর্ণ কুটিরে। হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম নিয়েছেন ঘোড়ার আস্তাবলে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম নিয়েছেন মক্কার এক পর্ণ কুটিরে। তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ঠিক এই যুগেও মানবতার কল্যাণে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পূর্ণতম উম্মত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ান' নামক এক অতি ক্ষুদ্র অজ্ঞাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টারত আছে। যে 'কাদিয়ানকে' কেউ জানতো না চিনতো না আজ সে কাদিয়ান বিশ্বের কোণায় কোণায় পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে পৃথিবীতে ১২০টি দেশে। এতে মনে করা যেতে পারে গোটা পৃথিবীর অপর নাম বুঝি 'কাদিয়ান'।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন শেষ রাতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ ও বা-জামাত ফজর ও দরসে কুরআনের মাধ্যমে জলসার দিনগুলিকে স্বাগত জানানো হতো। বাংলাদেশের ৯৩টি স্থানীয় জামা'তের মধ্য থেকে এবারের জলসায় ৯০টি জামাত থেকে ২৫০০শত প্রতিনিধি যোগদান করেন। ২৮জন বয়আত করেন এবং ২টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

জলসা উপলক্ষ্যে দেশের বহু পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় এবং 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় অর্ধ পৃষ্ঠায় এক বিশেষ স্মরণীয় সংবাদ প্রচার করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনের শেষে দেশের সুখ সমৃদ্ধি, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার এবং বিশ্ব শান্তির জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে বিশেষ দোয়া করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

বিশ্বের অন্যান্য ১২০টি দেশের মত বাংলাদেশের স্থানীয় জামা'তগুলোতেও গত ২২-২৩শে মার্চ ১৯৮৯ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন উৎসব অতি শান ও শওকতের সাথে পালিত হয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

খুলনা জামা'ত ঃ

২২শে মার্চ রোযা রাখেন সবাই।

২২শে মার্চ দিবাগত রাত্রে আলোকসজ্জা করা হয়। আঞ্জুমানের দুই তলা ভবন আলোক সজ্জায় অপূর্ব দৃশ্য পেশ করেছে। সারা এলাকার লোক অভিভূত হয়। বিরোধীদের ইট পাটকেল থেকে বাঁচার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২৩শে মার্চ ভোরে মৌলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী তাহাজ্জুদের নামায পড়ান। ৫২ জন আহ্‌মদী ভাই বোনেরা আঞ্জুমানেই রাত্র যাপন করেছিলেন। তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাযে বিশেষভাবে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

তারপর সূর্যউদয়ের পর জাতীয় পতাকা ও জামাতী পতাকা বিশেষ মর্যাদার সাথে উত্তোলন করা হয়। তৎসংগে জাতীয় সংগীত ও জামাতী উর্দু বাংলা নযম সমবেত কণ্ঠে পাঠ করা হয়। পরে বাচ্চারা পিটি শো পেশ করে। তার পশু সদকা-বাচ্চাদের বিশেষ অনুষ্ঠান-মিষ্টি ও বেলুন বিতরণ ও কেন্দ্র থেকে যাবতীয় নির্দেশিত কর্মসূচী পালন করা হয়। বিকালে বিশেষ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। শহরের গণ্য-মান্য অ আহ্‌মদীগণও যোগদান করেন। জনাব সদর মুরব্বী সাহেব বিশেষ বক্তৃতার মাধ্যমে জামা'তের পরিচয় ও এক-শত বৎসরে ইসলাম বিশ্ব-ব্যাপী প্রচার তুলে ধরেন।

আশরাফউদ্দীন আহমদ

তারুয়া জামা'ত ঃ

তারুয়া, ২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ ঃ অদ্য এখানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বর পরিবেশে উদযাপন করা হয়। নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ২২শে মার্চের প্রায় সকল আহ্‌মদী নারী পুরুষ নফল রোযা রাখেন এবং সন্ধায় মসজিদে বাশারতে (স্থানীয় মসজিদে) এজতেমায়ী ইফতার করা হয়। ২৩শে মার্চের কর্মসূচী শুরু হয় ভোর ৪-৩০ মিঃ এ বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে। অতঃপর নামায ফজর ও দরসে কুরআন হয় এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর পতাকা উত্তোলন করেন জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব, আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া। প্রথমে বংলাদেশের জাতীয় পতাকা তারপর জামা'তের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

অতঃপর পশু সদকা ; বিধবাগণের অর্থ সাহায্য, শিশুদের মিষ্টি ও তোহফা বিতরণ করা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নযম কোরাস ও জাতীয় সংগীত এবং হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর পয়গাম পয়গাম পাঠ :

পিটি প্রদর্শনী ও আতফালদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ীদের নাম যথাক্রমে (১) সামসুল হাসান সজিব (২) শেখ নাসের আহমদ (৩) সজন আহমদ।

২-৩০ মিঃ থেকে শুরু হয় মসীহ্ মাওউদ দিবসের উপর আলোচনা সভা। উক্ত সভায় বহু অ-আহমদী ভাইয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে স্থানীয় জামা'তের দায়ী ইলাল্লাহ কর্মসূচীতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে আকর্ষণীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ রইস মিয়া (২) জনাব মুসলেহ উদ্দিন আহমদ (৩) জনাব শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ (৪) জনাব আঃ রহিম মোল্লা (৫) জনাব শফি উদ্দীন আহমদ। সভাশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, আলোক সজ্জার মাধ্যমে শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা উদযাপন একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ও অত্যন্ত আলোচনার বিষয় হিসাবে এক বিশেষ প্রতীক বলিয়া আগামী দিনের জন্য ইতিহাস রচনা করিবে, ইনশাল্লাহ।

—হারুনুর রশিদ

রাজশাহী জামা'ত ঃ

২২শে মার্চ রোযা পালন, বা-জামা'ত ইফতার ও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ দিবাগত রাত্রের শেষে প্রহরে বা-জামাত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায, সম্মিলিত দোয়া ও পশু সদ্‌কা দেওয়া হয়।

অতপর ২৩শে মার্চ স্থানীয় শহীদ নজমুল হক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে (কাদিরগঞ্জ) সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিশু, কিশোর, যুবক ও বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতপর আহ্‌মদীয়াতের বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, জনাব বি, এ, এম আব্দুস সাত্তার সাহেব আবেগ মিশ্রিত স্বরে সকলকে নিয়ে দোয়া করেন।

অতপর বাচ্চাদের বিশেষ প্রোগ্রাম শুরু হয়। এই প্রোগ্রামে জাতীয় সংগীত, কোরাস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সংক্রান্ত ছড়া, কিশোরদের কৌতুক ও খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। বাচ্চাদের মিষ্টি ও বেলুন বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সকলকে মিষ্টি ও লুচি পরিবেশন করা হয়।

যুবকদের বিশেষ প্রোগ্রাম মসীহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে গজল, বক্তৃতা, স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করা হয়।

দুপুরে শহরের দুই জায়গায় কাংগালী ভোজের আয়োজন করা হয়।

মহিলাদের জন্য উক্ত স্কুলের দোতালায় অনুষ্ঠান উপভোগ করার ব্যবস্থা ছিল। দুপুরে খাওয়ার পর মহিলাদের বিশেষ প্রোগ্রাম করা হয়।

বিকাল ৪-০০ থেকে ৬-০০ পর্যন্ত সমাপ্তি অধিবেশনে জেরে তবলীগ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেওয়া হয়। বহু গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাকে দাওয়াত-পত্র বন্টন করা হয়।

এই অধিবেশনে হুযূর আকদাসের (আইঃ) বার্তা পাঠ করেন ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার। হযরত রসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল জলিল ও বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আরিফ-উজ-জামান।

এই দিনে সার্বক্ষণিক একটি প্রদর্শনী চালু রাখা হয়। এই প্রদর্শনীতে আলোক-চিত্র বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়।

অতিথিদেরকে জামা'তের পুস্তকাদি, ফোল্ডার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

জলযোগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মাহমুদুল হাসান

চট্টগ্রাম জামাত ঃ

আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে গত ২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ রোজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জামা'তে আহ্‌মদীয়ার স্থানীয় আহ্‌মদীয়া মুসলিম মসজিদে অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাফল্যের সাথে 'আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী (১৮৮৯—১৯৮৯) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন' উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে 'মসীহ্‌ মাওউদ দিবস' উদ্‌-যাপিত হয় (আল-হামদুলিল্লাহ্‌)।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্বদিন অর্থাৎ ২২শে মার্চ এখানকার জামা'তের সক্ষম আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ নফল রোযা রাখেন।

মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মসজিদ ক্যাম্পাসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, বিভিন্ন লেখা ও ব্যানারে এবং বৈদ্যুতিক বাল্বের রঙীন আলোকমালায় মসজিদসহ সমস্ত ক্যাম্পাসকে মনোরম সাজে সজ্জিত করা হয়। মসজিদ ক্যাম্পাসের প্রবেশ দ্বারের একটি নিয়ন সাইন বাক্স বসান হয়, যাহার মধ্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকীর পূরা মনোগ্রামসহ "AHMADIYYA MUSLIM CENTENARY — 1989" কথাগুলি খচিত করা হয়। নিয়ন সাইন বাক্সের মাধ্যমে আমাদের এই প্রচারটি খুবই মনোমুগ্ধকর ও কার্যকরী হয় এবং ইহা মসজিদের পাশ দিয়া যাতায়াতকারী সকল লোকের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২৩শে মার্চে উদযাপিত 'মসীহ্‌ মাওউদ দিবস'-এর অনুষ্ঠানসূচী মোট ৩টি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্ব ভোর ৪-৩০ বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে শুরু করা হয়। তাহাজ্জুদ নামায পড়ান মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী। এই জামা'তের অধিকাংশ আহ্‌মদী ভ্রাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই তাহাজ্জুদ নামাযে যোগদান করেন, যোগদান-কারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন এবং যাহা তুলনামূলকভাবে খুব সন্তোষজনক। ইহা ছাড়া যাঁহারা মসজিদে আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। ভোর ৫টায় ফজরের নামায পড়ান স্থানীয় আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। ইহার পর কুরআন শরীফের দরস দেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী। ভোর ৫-৩০ মিনিটে স্থানীয় আমীর সাহেবের পরিচালনায় ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়। সকাল ৬টায় সন্তোষজনক উপস্থিতি ও নারা'র মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের এবং বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব, স্থানীয় জামা'তের আমীর। সকাল ৭টায় জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সাহেবের পরিচালনায় পশু সদকা দেওয়া হয়। জনাব নূরুদ্দীন সাহেব, সেক্রেটারী, তা'লীম এবং জনাব লকিয়তউল্লাহ সাহেব সেক্রেটারী ওসীয়্যত—এর পরিচালনায় সকাল ৮টায় উপস্থিত সকল আতফাল, আনসার ও খোদ্দাম-এর মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সকাল ৯-১৫ মিনিট হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানসূচীর দ্বিতীয় পর্ব ছিল বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম। এই বিশেষ প্রোগ্রামের মধ্যে প্রথমে স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল

আহ্‌মদীয়ার কায়েদ সাহেবের পরিচালনায় আতফালগণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোরাস ও জাতীয় সংগীত গায়। বিশেষ কারণ বশতঃ এই প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানসমূহ স্থগিত রাখা হয়, যাহা পরে অনুষ্ঠিত হইবে।

দুপুরে উপস্থিত সকলকে উন্নতমানের আহার পরিবেশন করা হয়। মধ্যাহ্নভোজ ও নমাযের পর মসজিদ ক্যাম্পাস সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থাসহ বেলা ২-৩০ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠান 'মসীহ্ মাওউদ দিবস-এর জলসা' স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ও জাঁকজমকভাবে উদ্‌যাপিত হয়:

(১)	তেলাওয়াতে কুরআন করীম	: জনাব বোখারুল ইসলাম বোখারী
(২)	দোয়া	: ,, গোলাম আহমদ খান, আমীর
(৩)	নযম (উর্দু)	: ,, সুলতান আহমদ
(৪)	অভ্যর্থনা জ্ঞাপন	: ,, মাসুদুল হক, সেক্রেটারী শতবার্ষিকী জুবিলী
(৫)	'মসীহ্ মাওউদ' দিবসের পটভূমি ও উহার গুরুত্ব	: ,, নাজির আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী
(৬)	পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে প্রতিশ্রুত মসীহ্	: মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী
(৭)	বাংলা নযম	: জনাব সাখাওয়াত হোসেন
(৮)	হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীসমূহ	: ,, নূরুদ্দীন আহমদ, সেক্রেটারী তা'লীম
(৯)	হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল (সাঃ) প্রেম	: ,, গোলাম আহমদ খান, আমীর
(১০)	ইসলামের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অবদানসমূহ	: ,, মোসলেহ্ উদ্দীন খাদেম, সেক্রেটারী, ইসলাহ্-ও-ইরশাদ
(১১)	সমাপ্তি ভাষণ	: ,, গোলাম আহমদ খান, আমীর
(১২)	দোয়া	ঐ
(১৩)	চা-চক্র	: পরিবেশনায়—চট্টগ্রাম আঃ আঃ

অনুষ্ঠানসূচীর উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব নাজির আহমদ সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী। উপরিল্লিখিত সকল বক্তাই তাঁহাদের নামে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ ৩৬০ জন হৃদয়গ্রাহী ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন। এই জলসায় যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল যাহা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সন্তোষজনক। যোগদানকারীগণের মধ্যে আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল—২১০ জন লাজনা ও নাসেরাত—১২০ জন এবং আমন্ত্রিত অ-আহ্‌মদী অতিথি—৩০ জন।

জলসা শেষে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে চা-নাস্তা দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পরিশেষে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ২৩/৩/৮৯ইং তারিখের ৩টি দৈনিক পত্রিকায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী (১৮৮৯—১৯৮৯) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ব্যবস্থাপনায় সকাল হইতে অনুষ্ঠিত অদ্যকার সকল অনুষ্ঠানের ভিডিও করা হয়।

—মোসলেহ উদ্দীন

শ্যামপুর জামাত ঃ

পরম করুণাময়ের অশেষ কযলে শ্যামপুর জামা'ত কর্তৃক অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আহ্‌মদীয়া মুসলিম কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ ভ্রাতাসহ প্রায় ২৫০জন লোকের সমাগম হয়। জেনারেটারের সাহায্যে সভামঞ্চ ও মসজিদকে বিশেষভাবে আলোকসজ্জিত করা হয়। এবং তা গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষনে সমর্থ হয়। খেলার মাঠে এবং উৎসব প্রাঙ্গণকেও বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। ২২ তারিখে আতফাল ও নাসেরাতসহ অধিকাংশ সদস্য-সদস্যা নফল রোযা পালন করেন। ইফতার পার্টি'র ব্যবস্থা করা হয় এবং বা-জামা'ত মাগরিব ও এশা নামায পড়া হয়। ফজর নামাযের পরে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। দরসে কুরআন ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন মৌঃ মোঃ নাজাতুল্লাহ প্রধান সাহেব।

প্রথম অধিবেশন

এ অধিবেশনের শুরুতে পশু সদকা দেওয়া হয় ও মাংস বিতরণ করা হয় এবং শিশুদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। গ্রামবাসী এ সময় মনোযোগের সাথে খলীফা ওয়াক্তের ভাষণ ক্যাসেটে শ্রবণ করেন। এরপরে সুসজ্জিত মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

বাদ আসর খাকসারের সভাপতিত্বে এবং ফিরোজ আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় আতফালদের কেরাত, উর্দু ও বাংলা নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। দূর দূরান্ত থেকে সবাই আহ্‌মদী শিশুদের বক্তৃতা শোনার জন্য ছুটে আসে চৈত্রের খরতাপ উপেক্ষা করে।

তৃতীয় অধিবেশন

বাদ মাগরিব জামা'তের মুরব্বী জনাব মোঃ আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে শুরু হয় পরবর্তী অধিবেশন। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শিকদার রফি আহমদ (জয়)। পরে খোদ্দামের কেরাত। নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়; এর পরে খেলাধূলা ও মঞ্চ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মৌঃ মোঃ নাজাতুল্লাহ প্রধান সাহেব।

পরে তথ্য-বহুল ও প্রাঞ্জল বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেন এবং আত্ম সংশোধনের দ্বারা আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জোরাল আহ্বান জানান যথাক্রমে মোঃ নজমুল হক সাহেব, মোঃ মঞ্জুর হোসেন সাহেব এবং মোঃ মাহফুজুর রহমান সাহেব। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ জামা'তের প্রেসিডেন্ট খাকসার মোঃ মনোয়ারুল হক। তিনি শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরে জনাব মাযহারুল ইসলাম সাহেব খলীফা ওয়াক্তের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ পাঠ করে স্পষ্ট বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের মাঝে খলীফা সাহেবের পয়গাম পাঠ করেন জনাব মোঃ নজমুল হক সাহেব। পরে সভাপতি সাহেব ' আহ্‌মদীয়াত কোন নতুন ধর্ম নহে' এ বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

এরপর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌঃ মোঃ নাজাতুল্লাহ্ প্রধান। পরে উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয় ও ভি. সি, আর এ বহির্বিশেষ ইসলাম প্রচার দেখানো হয়। মঞ্চ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন জনাব মোঃ মাযহারুল ইসলাম সাহেব এবং সহযোগিতায় ছিলেন জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান।

উল্লেখ্য যে লাজনা এমাউল্লাহর তত্ত্বাবধানে নাসেরাতদের মধ্যেও খেলাধূলা এবং কেরাত ও নযম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মোহাম্মদ মনওয়ারুল হক

নারায়নগঞ্জ জামা'তঃ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২২ ও ২৩ শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং রোজ বুধ ও বৃহস্পতিবার অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দুইদিন ব্যাপী শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন করা হয়। নারায়নগঞ্জ জামাতের দ্বিতল মসজিদ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল নফল রোযা, দরসে কুরআন ইজতেমায়ী দোয়া, ইফতার পরিবেশন। দ্বিতীয় দিন মধ্যরাতে নামায তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বা-জামাত ফজর নামায আদায়, জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় ও আহ্‌মদীয়াতের পতাকা উত্তোলন নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পয়গাম পাঠ করেন জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী খাকসার। এরপর পশু সদকা দেওয়া হয়। এতীম ও বিধবাদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ, শিশুদের মধ্যে মিষ্টি ও বেলুন বিতরণের মাধ্যমে সকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিকেল ৩-০০ টা হতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ সাহেব। উর্দু নযম পাঠ করেন, জনাব নসরুল্লাহ্ সিকদার। স্বাগত ভাষণ দেন, জাফর আহমদ প্রধান। অতঃপর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, জনাব রফিউদ্দিন আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব আলী আহমদ সাহেব, জনাব আঃ কাশেম আনসারী সাহেব (মোয়াল্লেম), মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমীর জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সভাপতির ভাষণের পর সভার কাজ শেষ হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। মইনউদ্দিন আহমদ

হোসনাবাদ জামাত ঃ

২৩শে মার্চ ১৯৮৯ইং তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত হোসনাবাদ জামা'তে শতবর্ষ জুবিলী উৎসব পালিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ) ২২শে মার্চ অত্র জামাতে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল, নাসেরাত সকলেই নফল রোযা রাখেন। সন্ধ্যায় প্রত্যেকের বাড়ীতে ও মসজিদে মোমবাতির সাহায্যে আলোক-সজ্জা রচিত হয়। রাত্রে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর দোয়া খায়েরে রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর ফজরের নামায বা-জামাত আদায় করা হয় এবং কিছুক্ষণ ধর্মীয় আলোচনার পর ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়। সকালে মসজিদ প্রাঙ্গণ রঙ্গিন কাগজ দ্বারা সুশোভিত করা হয় এবং বাচ্চাদের ভিতর বেলুন বিতরণ আরম্ভ হয়। ২২শে মার্চ অত্র এলাকার বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিদের দাওয়াতি পত্র বিলি করা হয়, সকলেই আনন্দের সহিত উক্ত দাওয়াত কবুল করেন। বেলুন বিতড়নের পর বেলা ১১টার সময় ওফাতে ঈসা (আঃ) ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে শ্রোতাদের মাঝে আলোচনা রাখেন অত্র জামা'তের মোঃ মুজাফফর আহমদ সাহেব। আলোচনার পর আগত মেহমান ও বাচ্চাদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং উৎসব সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রকাশ থাকে যে অত্র জামা'তের খোদ্দামদের উপস্থিত হেতু আমরা প্রথম দিকে অনেকটা হতাশায় ছিলাম কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে অত্র এলাকার কতিপয় যুবক ও কয়জন প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি অতি আনন্দের সহিত আমাদিগকে পুর্ণ সহযোগিতা দান করেন। (আল্লাহ্‌পাক তাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন) উক্ত উৎসবে বেলুন বিতরণের ভার এখানকার লাজনা এমাউল্লা বহন করে। এই উৎসবে অত্র জামা'তের ৩জন খোদ্দাম আতফাল নাসেরাতসহ ১৪জন উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে মোট লোক সংখ্যা ছিল ১২০জন বাচ্চা সহ।

দোয়া করুন আমরা যেন এইভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি।

মোঃ আরফান আলী সরকার

সুন্দরবন জামা'ত ঃ

বিগত ২২শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং নফল রোযার মধ্য দিয়া জুবিলীর কার্যসূচী শুরু হয়। ঐ দিন দিবাগত রাত্রে স্থানীয় মসজিদে রাত ৪-০০ টায় বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। ২৩শে মার্চ ভোর ৫ টায় ফজর নামাযের পরে দরসে কুরআনের ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর ইজতেমায়ী দোয়ার মধ্য দিয়ে দিনের কার্যসূচী শুরু হয়। জামাতী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে ছয়টি ছাগলের মাংস এবং নগদ ৪০০/০০ (চার শত) টাকা সদকা হিসাবে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জামা'তের ভাই-বোনদের জন্য সকালের নাস্তা ও দুপুরে উত্তম খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত চার শতের অধিক ব্যক্তির মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ছাড়াও আহ্‌মদীদের ঘরে ঘরে প্যাকেটে মিষ্টি পৌঁছে দেয়া হয়।

অতঃপর বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম হিসাবে জাতীয় সংগীত, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নযম (কোরাস), পিটি প্রদর্শনী ও খেলাধূলা এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব হুযূর (আইঃ)-এর পয়গাম পাঠ করে শুনান।

উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মসজিদ ও আঞ্জুমানকে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে সুসজ্জিত করে। তাছাড়া তারা এক বিশেষ প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রাখে।

বিকাল ৩টায় মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের জলসা শুরু হয়। বহু অ-আহ্‌মদীও এই জলসায় শরীক হন। জলসায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুস সাদেক, মাহমুদ আহমদ শরীফ (মোয়াল্লেম), আবু কওসার, মতিয়ার রহমান ও শেখ সোবান আলী সাহেব। জলসা শেষে দুই ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করে আহ্‌মদী সিলসিলায় দাখিল হন। জলসার সভাপতি ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ সফরুদ্দীন সাহেবের পরিচালনায় ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জি, এম, মতিয়ার রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত

২৩শে মার্চ রাত ৪-৩০ মিঃ বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়ীতে। মোহতারম মৌঃ আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বীর ইমামতীতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পর ফজর বাদ দরসে কুরআন ও ইজতেমায়ী দোয়া হয়। অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে মোহতারম সালেহ উদ্দিন চৌধুরী ও মোহতারম মৌঃ আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। পতাকা উত্তোলনের সময় ৭ জন খোদ্দাম ও আতফাল সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর উর্দু নযমের কোরাস গাহিয়া অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর করিয়া তোলেন। ভোর বেলা পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক লোক যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় এবং সকল বাড়ীতে শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বেলা ৮টায় একটি পশু সদকা করিয়া গরীবদের মধ্যে উহার মাংস বিতরণ করা হয়।

বেলা ২-৩০ মিঃ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) দিবস পালন উপলক্ষ্যে সাধারণ সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাড়ী ও পেণ্ডেলকে আলোক সজ্জা দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে। সভায় নারী পুরুষ সহ প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছে। জামা'তের আমীর মোহতারম সালেহ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হয় বেলা ২-৩০-এর সময়। তেলাওয়াতে কুরআন দোয়া ও নযম পাঠের পর কমিটির চেয়ারম্যান খাকসার সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল প্রেম ও শত বার্ষিকী পালনের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব আবদুল আলী, খাকসার

ও জনাব খন্দকার আনু মিয়া সাহেব। জনাব মৌঃ আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী ইসলামের জন্য হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বিশেষ অবদান সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। সভাপতির ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর সভার কাজ সম্পন্ন হয়। সভার প্রারম্ভে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বাণী পাঠ করিয়া শুনান জামা'তের আমীর মোহতারম সালেহ উদ্দীন চৌধুরী। সভাশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের পর সুষ্ঠু ও মনোরম পরিবেশে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

—ডাঃ আনোয়ার হোসেন

নারায়ণগঞ্জে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং রোজ সোমবার বাদ নামায আসর অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে নারায়ণগঞ্জ জামা'তে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সাহেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। নযম ও প্রবন্ধ পাঠের পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে বক্তব্য রাখেন সদর মুরব্বী জনাব আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, জনাব আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব এ, কে, এম, খুরশীদ আহমদ সাহেব ও জনাব রফিউদ্দিন আহমদ সাহেব। জনাব জাফর আহমদ সাহেব একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি পরিবেশন করা হয়।

মইনউদ্দিন আহমদ

যিক্‌রে খায়ের সভা

অদ্য ২১-৪-৮৯ইং জুমা'আর নামাযের পরে মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের (সদর মুরব্বী) অকাল মৃত্যুতে জামা'তের ভ্রাতৃবৃন্দ এক যিকরে খায়ের সভায় মিলিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব, ভিজির আলী সাহেব, এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব, মির্যা আলী আকন্দ সাহেব, মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, এন, এন, মোহাম্মদ সালেক সাহেব এবং সবশেষে সভাপতির ভাষণ দেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়:—

১। সদর মুরব্বী মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁর রূহের মাগফেরাত দান করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মোকাম দান করেন।

২। বিলাত ফেরত এই মুজাহেদের অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশের তবলীগের ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা তা পূর্ণ করে দেন সে জন্য দোয়া করা হয়।

৩। কর্ম জীবনে তাঁর মৃত্যু এবং তবলীগের ক্ষেত্রে মরহুমের সাহসিকতার প্রশংসা করে তাঁর মৃত্যুকে 'শহিদী মৃত্যু' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৪। মরহুমের পরিবার পরিজনকে যেন আল্লাহ্‌তা'লা সাব্‌রে জামিল দান করেন সে জন্য দোয়া করা হয়।

৫। এই প্রস্তাবের কপি হুযুর আকদাস (আইঃ) এবং মরহুমের পরিবারের সদস্যবৃন্দের নিকট পাঠাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকায়ও ইহা প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আহ্‌মদী বার্তা

২৪শে মার্চ '৮৯ বাদ জুম'আ প্রেসিডেন্ট, খুলনা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে মরহুম মৌলানা আনিসুর রহমানের (সদর মুরব্বী) স্মরণে প্রথমে এক শোক প্রস্তাব আনা হয় এবং পরে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আহসান জামীল, হাসিব আহসান, শামসুর রহমান, মোঃ নূরুল্লাহ, সাঈদ হুজ্জাতুল ইসলাম এবং সদর মুরব্বী জনাব মোঃ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেব। পরিশেষে মরহুমের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। উল্লেখ্য যে সভার পূর্বে বাদ জুম'আ মরহুমের জানাযা গায়েব আদায় করা হয়।

আশরাফ উদ্দীন আহমদ

বিশেষ ঘোষণা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর বছর শেষ হয়ে আসছে। আগামী ১লা মে থেকে নতুন বর্ষ শুরু হবে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দের নিকট অনুরোধ তারা যেন পাক্ষিক আহ্‌মদীর বকেয়া এবং নতুন বছরের চাঁদা পরিশোধ করে পত্রিকার মান, ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করেন।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহ্‌মদী

অনুগ্রহ পূর্বক আপনি দেখবেন কি?

(১) আপনার ১৯৮৮-৮৯ সনের লাজেমী চাঁদা পরিশোধ করা হয়েছে,

(২) আপনার ১৯৮৯-৯০ সনের লাজেমী চাঁদার বাজেট প্রণীত হয়েছে,

(৩) পবিত্র রমযান মাসের মধ্যে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াককে জাদীদ এর চাঁদা আদায় করা হয়েছে। ধন্যবাদ

সাহেবুল কাহফ

শোক সংবাদ

ক্রোড়া জামা'তের প্রবীন আহ্‌মদী জনাব মোতাহের মিঞা গত ২৬-৩-৮৯ ইং তারিখে বেলা ১-৩৬ মিঃ সময় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন) তিনি একজন মোখলেছ আহ্‌মদী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বৎসর গত মোখালেফাতের সময় তিনি ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। ভাই ও ভগ্নীগণের নিকট তার রূহের মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্যে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

আল্লাহ্‌তা'লা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের পথে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য যেন তওফিক দান করেন সকলের নিকট সেজন্যেও দোয়ার আবেদন করছি।

তসলিম আহমদ

(কভার পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও ব্যর্থতার উপাদান সমূহকে সর্বতোভাবে বর্জন। তাছাড়া আরো চাই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার নিবিড় পরশ যার শুরু স্বামী-স্ত্রীতে, প্রতিফলন সন্তান-সন্ততিতে। বস্তুতঃ এর পরশই জীবনকে সরস ও সফল করে।

(খ) বিশেষভাবে স্মরণীয় যে স্ত্রী তার মা বাবা, পরিবার পরিবেশ সব ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। দায়ীত্বশীল স্বামীকে অবশ্যই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিদানে তৎপর থাকতে হবে। স্ত্রীকেও স্মরণ রাখতে হবে যে জন্য দাম্পত্য জীবনের শুভারম্ভেই যার এত ত্যাগ তা যেন তার নিজের কোন ব্যবহারে ম্লান, বা ব্যর্থ হয়ে না যায়। একে অপরের পরিপূরক হওয়ার জন্য শান্ত পরিবেশে আলাপ আলোচনা দ্বারা সমস্যাদির সমাধান করতে হবে। তা নাহলে অশান্তি ও ব্যর্থতা বাড়বে। মান অভিমান জীবনকে সুন্দর ও স্বাদু করে। অযথা জিদ, ক্রোধ জীবনকে তিক্ত ও ব্যর্থ করে। যদি সদিচ্ছা থাকে তবে অভিমান ও জিদের সীমানা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

- আল্লাহ্‌ আছেন, দেখেন, আমাদের সব কথা, আচার-আচরণ ও কর্মের হিসাব নিবেন— এ বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখায় ও সঠিক পথে পরিচালনায় সর্বাধিক সহায়ক হয়ে থাকে।
- আল্লাহ্‌ চান প্রতিটি নারী পুরুষ আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম সচেষ্ট হয়, অন্যকে গভীর সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা দ্বারা তাকে উদ্বুদ্ধ করে।
- গত কয়েক মাসে আমার কাছে এমন কিছু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা এসেছে যার সমাধান 'উপর' হতে দেয়া সিদ্ধান্ত ও রায়ের চেয়ে জীবনের উপলব্ধি এবং সার্থকতা লাভের জন্য অনুশীলনের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। তাই সবার কাছে অনুশীলনের আবেদন রেখে বক্তব্যের ইতি টানছি।

আল্লাহ্‌ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

সম্পাদকীয়

সিয়াম সাধনা

বছরের চাকার নিয়ত আবর্তনে আবার এসেছে পবিত্র মাহে রমযান—আধ্যাত্মিক ভুবনে বসন্তের সমারোহে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধির মাস, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌কে একান্ত করে পাবার মাস। রমযানের সাধনার পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—মানুষ যত কাজ করে তা নিজের জন্যে আর রোযা রাখা হয় আমার জন্যে। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার। কথাটা একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই—একজন রোযাদার একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণেই তাঁর জন্যে পানাহার প্রভৃতি বৈধ কাজগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পরিত্যাগ করে। দিনের বেলায় ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করে, স্ত্রী-সংসর্গ থেকে বিরত থাকে এবং রাত্রে ঘুম কমিয়ে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রকে জাগ্রত রাখে। এ সবই একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ পালনার্থে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়। বরং এটা বলা যায় যে, সে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে তাঁর গুণাবলীকে নিজের মধ্যে আনয়ন করার জন্যে এগুলো করে থাকে।

মহান আল্লাহ্‌তা'লা খাবার খান না, তাঁর পিপাসা লাগে না, বংশ বৃদ্ধির জন্যে তাঁর প্রজননের প্রয়োজন নেই। এমন কি তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রারও প্রয়োজন নেই। তাঁর বান্দা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ সকল কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রকাশক হওয়ার জন্যে সিয়াম বা রোযার মাধ্যমে সেই সাধনাই করে থাকে। সে আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সে হয় নীতিবান মানুষ, আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষ। আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়ে সে তাঁর খলীফা হওয়ার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। তাই বলা হয়েছে যে, রোযার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজেই আর আল্লাহ্‌র সাথে রোযার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই সেই মহা পুরস্কার। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলের জন্যে রোযাকে সহজ করে দেন এবং সিয়ামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বকে বুঝার তৌফিক আমাদিগকে দান করুন যেন রোযা আমাদের জন্যে বোঝা না হয়ে, বরং সোজা ও মজার হয়।

জীবনের উপলব্ধি ও অনুশীলন

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

০ দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্ববহ হলো মানব জীবন। এর সার্থকতার সাধনা যত স্বল্প বয়সে শুরু করা যায় সফলতার দিগন্ত ততই প্রসার লাভ করে। জীবন-সায়াহ্নে অনুশোচনার অনলে দহনের চেয়ে তৃপ্তির দুর্লভ আনন্দ ভোগ করা যায়। মানবতার বিকাশই সফলতার কষ্টিপাথর।

০ স্মরণীয় যে পশু-পাখী, গাছ-মাছ, পোকা-মাকড়, জীবানু ইত্যাদি অজস্র জীবন ধারা ও অন্যান্য সব কিছুর মাঝে সৃষ্টির সেরা হলো মানব-জীবন। এ জীবন বড়ই সম্ভাবনাময়। সঠিক সাধনা দ্বারাই এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হয় এ কথা যেন আমরা কেউ কখনও ভুলে না যাই।

০ জীবনকে ব্যর্থ তথা অকল্যাণের উৎস করার চেয়ে বড় বোকামী আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। অথচ চালাকির নামে এ বোকামিটা করে অযথা অনেকে গর্বে স্ফীত হয়ে থাকে।

০ জীবনকে সার্থক বা ব্যর্থ করা বিশেষভাবে প্রত্যেকের নিজের উপর নির্ভরশীল।

(ক) **সার্থকতার প্রধান উপাদানসমূহ ঃ**

ধৈর্য, শৃংখলতা, নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞানার্জন, কর্মনিষ্ঠা, গুণগ্রাহিতা, সততা, সত্যপ্রিয়তা কথা দেয়া ও রাখা, সহজ সরল হওয়া, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য থাকা।

(খ) **ব্যর্থতার উপাদান ঃ**

লোভ লালসা, অধৈর্য অহংকার উচ্ছৃংখলা (ব্যক্তি জীবনে) মিথ্যা, পরনিন্দা, কুটনামি, ঠকামি (পারিবারিক ও সমাজ জীবনে)।

(গ) ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে 'ক'তে উল্লেখিত উপাদানের ভাঁটা পড়লে ও 'খ'তে উল্লেখিত উপাদানের জোয়ার হতে থাকলে নানা অবক্ষয়ে আক্রান্ত হয়ে মানবতা যখন পংগুত্ব লাভ করতে থাকে তখন আল্লাহ্ নবী প্রেরণ-মারফত এর বিহিত করেন। নবীকে গ্রহণে পংগুত্ব দূরীভূত হয়, বর্জনে তা আরো বেড়ে চলে।

০ **দাম্পত্য সম্পর্কের বিশেষ তাৎপর্য ঃ**

(ক) তাতে ব্যক্তি ও মিলিত জীবনের সংযোগ ঘটে। পারিবারিক জীবনের ভিত স্থাপিত হয়, সামাজিক জীবনেরও উন্মেষ ঘটে।

(খ) এতে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন জীবনকে সার্থক করার উপাদান সমূহকে

(অবশিষ্টাংশ ৫৮ এর পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

30th April, 1987

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকঃ মকবুল আহ্‌মদ খান

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor: A. H. Muhammad Ali Anwar
Editor: Moqbul Ahmad Khan